শ্রীভক্তিপারিজাত।

[বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ।]

শ্রীবামনদাস সেন কর্ত্তৃক
ট্রুথ প্রেস, ৩নং নন্দন রোড; কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।
মকর সংক্রান্তি ১৩৬৫, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

শ্রীভক্তিপারিজাত।

[বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ।]
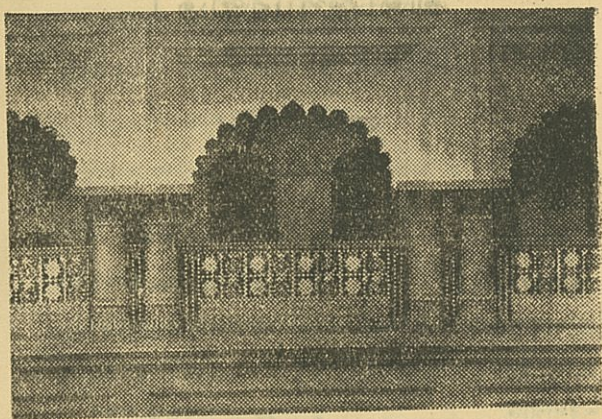
তোমারি বস্তু গোবিন্দ শ্রীভক্তিপারিজাত।
তোমারেই নিবেদি করি অসংখ্য প্রণিপাত॥
শাস্ত্রসাগর হতে উত্থিত এ সুধাকণা।
কল্যাণ করিতে ইহার নাহিক তুলনা।

শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা হইতে
শ্রীনারায়ণকৃষ্ণ বেদান্তবাচস্পতি ব্যাকরণরত্ন,
বৈদ্যকেশরী এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০।

মূল্য **তিন টাকা মাত্র।**

শ্রীভক্তিপারিজাত।

[পদ্যানুবাদ]

আহ্নিক সূচী।

১। শ্রীবাসুদেবাষ্টক।

নমো নমো নারায়ণ নম কৃষ্ণচন্দ্র।
নমো নমো নারায়ণ নম রাঘবেন্দ্র॥
নমো নমো নারায়ণ মুক্তিহেতু যিনি।
নারায়ণ-পাদপদ্মে ভক্তিভরে নমি॥১॥

সর্ব্বলোকবন্দ্য বাসুদেব পরমাত্মা।
ভক্তিভরে নমি তাঁরে বরাভয়দাতা॥২॥

সর্ব্বারিষ্ট-দূরকারী সর্ব্বসম্পদ্‌দাতা।
সর্ব্বদুঃখ-শান্তকর সৌভাগ্য-বিধাতা॥৩॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা তিনি সর্ব্ব কার্য্যকারী।
সর্ব্ব জ্বরবিনাশী সর্ব্ব রোগাপহারী॥৪॥

শত্রুনাশ করি তুমি বিঘ্ন দূর কর।
অবিঘ্ন রক্ষোঘ্ন ভূত তমের নাশক॥৫॥

জন্ম নাই আদি নাই অন্ত নাই তব।
জগতের জীবমাত্র তোমার বিগ্রহ
তুমি স্তোতা তুমি নেতা তুমি হে শাসক।
তোমাকেই স্তব করে সকল মানব॥৭॥

গুরু পিতা মাতা সখা তুমি মম মতি।
তুমিই আপন, তোমা বিনা নাহি গতি॥৮॥

নমি তোমা দেবদেব শ্রীমধুসূদন।
কমললোচনে নমি পাতকনাশন ॥৯॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম যিনি করেন স্মরণ
ভুক্তি মুক্তি পান পাপে লিপ্ত নাহি হন ॥১০॥

২। প্রবোধপঞ্চক।

সুরূপ শরীর আর সুন্দরী রমণী।
বিচিত্র যশস্বী মেরুতুল্য ধনে ধনী ॥
হরিপাদপদ্মে মন লগ্ন নাহি হলে।
সবই থাকিতে জেনো সকলি বিফলে ॥১॥
পুত্র কলত্র পৌত্র আর বন্ধুগণ।
বিপুল সম্মান তব বিশাল ভবন ॥
গুরুপাদপদ্মে মন, লগ্ন নাহি হলে।
সবই থাকিতে জেনো সবই বিফলে ॥২॥
মুখে মুখে থাকুক তব বেদ ও বেদান্ত।
শাস্ত্রে ও কবিত্বে থাকুক অগাধ পাণ্ডিত্য ॥
সাধুপাদপদ্মে মন লগ্ন নাহি হলে।
সবই থাকিতে জেনো সকলি বিফলে ॥৩॥

স্বদেশেতে ধন্য তুমি বিদেশেতে মানী।
সদাচারে তুমি হও সকলের অগ্রণী ॥
হও তুমি অতি পূজ্য এ মহীমণ্ডলে।
রাজগণ নত তব চরণ কমলে ॥
সাধুপাদপদ্মে মন লগ্ন নাহি হলে।
সবই থাকিতে জেনো সকলি বিফলে ॥৪॥

৩। প্রাতঃস্মরণ।

হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে তুমি হও অপ্রমেয়।
বর্ণিতে তোমার গুণ নাহি পারে কেহ ॥
প্রপন্ন জনের ভয় তুমি দূর কর।
দীনের শরণ দাতা সর্ব্বদুঃখহর ॥
ভেদবুদ্ধি মোদের তাই হ'য়ে ভবভীত।
তব পদে শরণ নিতে হই উপস্থিত ॥১॥
দয়া ও বাৎসল্যগুণ-সাগর নারায়ণ।
পাপীর ভরসা তব কমল চরণ ॥
জন্মে জন্মে অপরাধ কৈনু শত শত।
কৃপা করি রক্ষ মোরে প্রভু জগন্নাথ ॥২॥

---

* প্রপন্ন = শরণাগত।

দেবদেব অব্যয় প্রপন্নের দুঃখহর।
সংসার-ভয়ে ভীত মোদের রক্ষা কর ॥৩॥
সদাই ধ্যানের যোগ্য যে চরণকমল।
পরিভব নাশি দেন অভীষ্ট সকল ॥
ব্রহ্মা ও শিবের বন্দ্য জীবের শরণ্য।
তীর্থেরেও পবিত্রিতে হন অগ্রগণ্য ॥
প্রণত জনেরে পালেন আর্ত্তিনাশ করি।
ভবপারাবারের যাহা একমাত্র তরি ॥
মহাপুরুষের দুটী কমলচরণে।
শতশত প্রণিপাত করি মনে প্রাণে ॥৪॥
দেবের বাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করি।
পিতার আজ্ঞায় যিনি হন বনচারী ॥
দয়িতার লাগি যিনি ধাবিত মৃগ প্রতি।
সেই মহাপুরুষেরে করি চরণে প্রণতি ॥৫॥
ক-কার উচ্চারণে যায় যমদূতের ভয়।
ঋ-কার বলিতে পলায় পাতকনিচয় ॥
য-কার বলিতে পন্নগ রাক্ষস ও ভূত।
পলায়ন করে হইয়া ভয়ে অভিভূত ॥
অ-কারেতে সর্ব্বশান্তি করে আনয়ন।
কল্পতরুসম প্রভুর কৃষ্ণনাম হন ॥৬॥

শ্রীরামের চরণ দুটী স্মরি মনে মনে।
শ্রীরামচরণ গুণ গাহি এ বদনে॥
শ্রীরামের পদ্মদুটী নমি নতশিরে।
শ্রীরামচরণে শরণ লই প্রাণভরে॥৭॥

মাতা মোর রামচন্দ্র পিতাও যে তিনি।
স্বামী তিনি সখা তিনি এই মাত্র জানি॥
দয়ালু শ্রীরাম মোর সরবস্ব ধন।
আর কিছু জানিতে না চাহি কদাচন॥৮॥

জগতের অভিরাম রণস্থলে ধীর।
পদ্মপলাশলোচন প্রভু রঘুবীর॥
করুণার মূর্ত্তি যিনি কৃপার আকর।
শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্মে শরণ আমার॥৯॥

আপদ হরিয়া দেন সকল সম্পদ।
পুনঃ পুনঃ নমি সেই শ্রীরামের পদ॥১০॥
রামনাম ভক্তিভরে যে করে গর্জ্জন।
সম্পদ অর্জন হয় যমদূত তর্জন॥
তাহাতে সংসার বীজ হইবে ভর্জ্জন।
সংসারে পুনঃ তার না হয় আগমন॥১১॥

রমে রামে মনোরমে সম্বোধন করি।
পার্ব্বতীরে কৃপা করি কন ত্রিপুরারি॥
বিষ্ণুর সহস্র নামে যেই পুণ্য হয়।
একবার রাম নামে পাইবে নিশ্চয়॥১২॥

শ্রীরামচন্দ্র মোর কল্পবৃক্ষের আরাম।
সকল বিপদে হয় তাঁহাতে বিরাম।
সর্ব্ব আনন্দময় প্রভু মোদের শ্রীরাম ॥১৩॥
বিরিঞ্চি-নারদ-বন্দ্য চরণকমলে।
সদাই প্রণত হই আমরা সকলে ॥
মুমুক্ষু জনের যাহা একান্ত আশ্রয়।
কালের প্রভাব যেথা কভু নাহি রয় ॥১৪॥
কল্যাণ করহ মোদের হে বিশ্বভাবন।
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি হও আপন ॥
তুমিই সদ্‌গুরু তুমি পরম দৈবত।
কৃতী হই মোরা হয়ে তোমার অনুগত ॥১৫॥
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ তীর্থপাদ হরি।
যে নাম শ্রবণে শিব হয় ভূরি ভূরি ॥
বিপন্নে তারিতে তুমি বড়ই চতুর।
কল্যাণ করহ মোদের দীনের ঠাকুর ॥১৬
স্মরণে কীর্ত্তনে আর যাঁর দরশনে।
গুণ শ্রবণে তথা অর্চ্চনে বন্দনে ॥
সর্ব্বপাপ দূরে যায় শ্রেষ্ঠ ফল ফলে।
নমো নমঃ শ্রীহরির শ্রীপদকমলে ॥১৭॥
তপস্বী যশস্বী আর মনস্বী সুজন।
মন্ত্রবিদ্‌ আর যত দানপরায়ণ ॥

বিনা যাঁরে সমর্পণে না পান কল্যাণ।
প্রণমি কল্যাণময় তাঁরে ভগবান্ ॥১৮॥

লক্ষ্মীপতি যজ্ঞপতি পৃথিবীর পতি।
প্রজাপতি-পতি যিনি অগতির গতি ॥

যদুবৃষ্ণিসাত্বত অন্ধকে রক্ষিবারে।
অবতীর্ণ হন যিনি সাধুদের তরে।
সে কৃষ্ণ প্রসন্ন হৌন সদা আমাপরে ॥১৯॥

প্রভাতে রঘুনাথ মূর্ত্তির লইনু শরণ।
বেদগণ করেন সদা যাঁহার স্তবন ॥

নীলপদ্মসম শ্যাম অঙ্গের বরণ।
অঙ্গে বিভূষিত মণি মুক্তার আভরণ ॥

মুনিগণ সদা করেন যাঁহার ধেয়ান।
সংসারী জীবের যিনি মুক্তির কারণ ॥২০॥

সীতাপতি লক্ষ্মণাগ্রজ রাম রঘুমণি।
কাকুৎস্থ দয়ার্ণব ধার্ম্মিক গুণনিধি ॥

সত্যসন্ধ রাজেন্দ্র দশরথের নন্দন!
রাবণারি প্রশান্তমূর্ত্তি করিনু বন্দন ॥২১॥

* মনোজব যিনি মারুততুল্য বেগবান্।
জিতেন্দ্রিয় পবননন্দন হনুমান্ ॥

বুদ্ধিতে বরিষ্ঠ কপিকুলের ভূষণ।
শ্রীরামদূতের পদে লইনু শরণ ॥২২॥

---

* মনের ন্যায় অতি শীঘ্র গমনশীল।

কবিতা শাখায় যিনি করি আরোহণ।
মধুময় রামনাম করেন কূজন।
বাল্মীকি কোকিলে আমি করিনু বন্দন ॥২৩॥

গরুড়বাহন পদ্মনাভ নারায়ণ।
মুক্তিদাতা চক্রপাণি কমলনয়ন।
কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রেরে করেন মোচন॥
ভবভয় হতে মোর রক্ষার কারণ।
প্রভাতে ভকতিভরে করিনু স্মরণ ॥২৪॥

নরকতারণ পরমব্রহ্ম নারায়ণ।
মুমুক্ষু নরের যিনি একান্ত শরণ॥
প্রভাতে ভকতিভরে মন-বাক্য-শিরে।
তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নমি ভক্তিভরে ॥২৫॥

জন্মে জন্মে কৃত পাপের খণ্ডন কারণ।
পরমপুরুষে করি প্রভাতে ভজন॥
শোকপ্রণাশন যিনি শঙ্খচক্রপাণি।
কুম্ভীর হতে গজেন্দ্রে মুক্ত কৈলেন যিনি ॥২৬॥

পর্ব্বতই স্তন যাঁর সমুদ্র বসন।
বসুন্ধরা বিষ্ণুপত্নী জানে সর্ব্বজন॥
তাঁহাব অঙ্গে মোর পাদস্পর্শের কারণে।
ক্ষমা চাহি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে ॥২৭॥

৪। শরণাগতি।

ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর নাহি তত্ত্বজ্ঞান।
তব পাদপদ্মে প্রভু নহি ভক্তিমান্॥
তোমা বিনা মোর আর কিছু নাই।
তোমা বিনা প্রভু মম অন্যগতি নাই॥
হে শরণদাতা মম এই নিবেদন।
শ্রীচরণমূলে তব লইনু শরণ ॥১॥
হে জগন্নাথ হে শরণ্য ভকত-বৎসল।
শরণ লইনু তব চরণ কমল॥
মোহগ্রস্ত অনাথ হই অতি অবসন্ন।
কৃপাকরি মমোপরি হউন প্রসন্ন ॥২॥
বরদাতা দয়ালু প্রভু তুমি ক্ষমানিধি।
বিশ্বের মঙ্গল তুমি কর নিরবধি॥
কিসে মম হিত হয় তুমি ভাল জান।
কেননা সর্ব্বজ্ঞ তুমি সর্ব্বশক্তিমান॥
তব পদে চাহি আমি জুড়ি দুই কর।
বল করি কর মোরে শ্রীপদ কিঙ্কর ॥৩॥
জন্মাবধি পুত্র শিষ্য দাস হই তব।
তুমি গুরু পিতা মাতা তুমিই মাধব ॥৪॥
যেথায় যখন যেই অবস্থায় থাকি।
তব নিত্য দাস আমি সদা মনে রাখি ॥৫॥

সহস্র সহস্র দোষ নিত্য করি আমি।
রক্ষ মোরে মধুসূদন সে সকল ক্ষমি॥
হেন নিন্দিত কর্ম্ম জগতে নাহি পাই।
সহস্র সহস্র বার যাহা করি নাই॥
বিপাকে পড়িয়া তোমায় কাতরেতে ডাকি।
হে মুকুন্দ রক্ষ মোরে অগতির গতি॥৭॥
করিব না আর পাপ না পারি বলিতে।
দুষ্ট কামাদির হই সম্পুর্ণ বশেতে॥৮॥
ইন্দ্রিয়-দমনে আমি একান্ত অশক্ত।
হে দেবেশ ব্যাধিভে হই প্রায়ই পীড়িত॥৯॥
মন মম বিষয় প্রতি হয় যে ধাবিত।
মিথ্যা ও নিন্দায় মম বাক্য যে দূষিত॥১০॥
হে কেশব যে উপায়ে মম হইবে মঙ্গল।
কর্ম্মদোষে বিপরীত হয় সে সকল॥
হাবুডুবু খাই পড়ে ভব পারাবারে।
হে কৃষ্ণ করুণা করি রক্ষা কর মোরে॥১১॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নিষেধ কিছু জানি নাই।
তব পাদপদ্মের আমি দাস হ'তে চাই॥১২॥
জ্ঞানভক্তি ক্রিয়াহীন সুদুঃখিত অতি।
ভব ভয় হ'তে দীনে তরাও সম্প্রতি॥১৩॥
অতঃপর ভবরোগে পাইতে উপশম।
শ্রীপাদপদ্ম সদা মম হউক শরণ॥

মম জিহ্বা করুক তব নাম কীর্ত্তন।
তব কথামৃত হউক মম কর্ণেতে শ্রবণ ॥১৪॥
ছুটী কর করুক তব শ্রীপদ সেবন।
মস্তক করুক তব চরণ বন্দন ॥
প্রতি অঙ্গ নিত্য লাগুক তোমার সেবায়।
কত যে কল্যাণ তাহে কহনে না যায় ॥১৫॥
দাও প্রভু হরিভক্তি কৃপা করি মোরে।
গুণগানে অতিতৃষ্ণা চাই প্রাণভরে ॥১৬॥
সংসারী জীবের সঙ্গ সদা পরিহরি।
তব ভক্তের নিত্যসঙ্গ দাও হে শ্রীহরি ॥
মম জিহ্বা রামনাম করে দিবানিশি।
এ অধমে এই মতি দিন কৃপা করি ॥১৭॥
তব শ্রীচরণে মম একান্ত অভিলাষ।
জন্ম জন্ম কর মোরে তব দাসের দাস ॥
প্রাণপতির গুণ মন অনুক্ষণ স্মরে।
কায় ও বাক্য তাঁহার শ্রীপদ সেবা করে ॥১৮॥

৫। পরমমোক্ষমার্গনিরূপণ।

এই মহামায়া কেবা পারে তরিবারে।
বিষ্ণুর ভকত ভিন্ন অন্যে নাহি পারে ॥১॥

সংসার নিবৃত্তি পথে চলিতে প্রবৃত্তি।
কভু নাহি হয় জীবের এ হেন সুমতি ॥
অনাদি কালের ভ্রমে বুদ্ধি বিপরীত।
(তাই) অনিষ্টতে ইষ্ট দেখে হিতেতে অহিত ॥২॥
এই ভ্রম আমাদের হয় কি কারণে।
প্রবল অজ্ঞান এই ভ্রম দেয় এনে ॥
অজ্ঞানের প্রাবল্য এত আসে কোথা হতে
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যের বাসনার অভাবে ॥
সে অভাবের উৎপত্তি মনে আসে কিসে।
অন্তঃকরণের অত্যন্ত মালিন্য ভাবেতে ॥৩॥
ভবসাগর তরণ কিসে হয় তবে।
গুরু কি বলেন মন দিয়া শুন সবে ॥
অত্যুৎকৃষ্ট সুকৃতের পরিপাক হ'লে।
সাধুভক্ত সজ্জনের সঙ্গ তবে মিলে ॥
সঙ্গগুণে বিধি নিষেধের জ্ঞান জন্মে।
সদাচারে প্রবৃত্তি তাহাতেই আনে ॥
আচার পালনে হয় অখিল পাপ ক্ষয়।
অতি নির্ম্মল অন্তঃকরণ তার হয় ॥
নির্ম্মল মনেতে হয় আকাঙ্খার উদয়।
সদ্‌গুরুর কৃপা কটাক্ষ তবে লাভ হয় ॥৪॥
গুরু বিনা কোটী কল্পেও নাই জ্ঞানের উদয়।
রূপজ্ঞানে বঞ্চিত জন্মান্ধ যথা হয় ॥

যদি পাও সদ্গুরুর কটাক্ষের লেশ।
অচিরেই তত্ত্বজ্ঞান লভিবে বিশেষ॥৫॥
ভাগ্যেতে সদ্গুরুর কৃপাকণা যেবা পায়।
হরিকথা শ্রবণে ও ধ্যানে তাঁর শ্রদ্ধা হয়॥
হরিকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিভরে।
হৃদয়ের দুর্ব্বাসনার গ্রন্থি যায় ছিঁড়ে॥
কামাদি রিপুচয় হয় সমূলেতে নাশ।
হৃৎপদ্ম মধ্যে হয় পরমাত্মার প্রকাশ॥৬॥
তাঁর কৃপায় আসে দৃঢ়তর ভক্তিলেশ।
ভক্তিরত্ন হইতে হয় বৈরাগ্যের উন্মেষ॥
বৈরাগ্য হইতে হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
জীবন্মুক্ত বলি সবে তাঁহারে বাখান॥৭॥
ভক্তিমার্গে অধিকারীর ভেদ নাহি হয়।
নিরুপদ্রব ভক্তিমার্গে মুক্তি সুনিশ্চয়॥৮॥
বিষ্ণু ভক্তি বিনা মুক্তি না হয় কখন।
ব্রহ্মাদিরও নিষ্কৃতি না হয় কদাচন॥৯॥
কারণের ফল কার্য্য অবশ্য হইবে।
ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কভু না পাইবে॥১০॥
সব ছাড়ি একমনে ভক্তিপথ ধর।
নিষ্ঠা করি ভক্তিমার্গে হও হে তৎপর॥১১॥
তত্ত্বজ্ঞানের অনুভবী পুরুষ রতন।
কৃপা করি করেন যারে করুণা বর্ষণ॥

হলেও মহাপাতকী সে অতীব দুর্জ্জন।
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই ক্ষণ ॥১২॥
খেচর ভূচর আদি যেমনই হউক সে।
কোটী জন্মের পাপ তার সদ্য যায় কেটে ॥১৩॥

৬। সৎসঙ্গমাহাত্ম্য।

শ্রীলক্ষ্মণে সম্বোধিয়া কহেন শ্রীরাম।
মোক্ষের স্বরূপ কি তোমায় কহিলাম ॥
পরমাত্মার জ্ঞান ও বিজ্ঞান সংযুক্ত।
বৈরাগ্য তাহার সাথে হয় যে মিলিত ॥১॥
ভক্তিহীন জনের ইহা দুর্লভ জানিবে।
সহজ দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবে॥
রাত্রির আঁধারে যেমন চোখ নাহি চলে।
দীপের সাহায্যে কিন্তু দেখে অবহেলে॥
অভক্ত জীবের কাছে আত্মা অপ্রকাশ।
ভক্তিমানের পক্ষে কিন্তু পূর্ণ বিকাশ॥
ভক্তির কারণ কিছু শুন বলি তবে।
যাহাতে আমাতে ভক্তি সহজে হইবে ॥২-৪॥

আমার ভক্তের সঙ্গ কর নিরন্তর।
মম সেবা ও ভক্ত সেবায় হইও তৎপর॥
একাদশী উপবাস পর্ব্বদিন পালনে।
সদা রতি মম লীলা শ্রবণে ব্যাখ্যানে॥
একান্ত নিষ্ঠাতে কর আমার অর্চ্চন।
ভক্তসঙ্গে কর নম নাম সঙ্কীর্ত্তন॥৫-৬॥
এরূপে আমাতে যুক্ত হয় যে সতত।
অচলা ভক্তি হয়, না থাকে অবশিষ্ট॥৭॥
ভক্তি হ'তে জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্য উদয়।
অচিরেই তাহার ফলে মুক্তি লাভ হয়॥৮॥
স্বভাবতঃ মন হয় দুষ্ট ও চঞ্চল।
সঙ্গবশে ভাবান্তর হয় যে কেবল॥
সঙ্গগুণে মনেতে সাধু ভাব আসে।
অতি দুষ্ট হয় দুষ্ট সংসর্গের বশে॥৯॥
নিজ হিত যদি চাও দুষ্ট সঙ্গ ত্যজ।
উভলোকে শান্তির তরে সাধু ভক্তে ভজ॥১০॥
ভক্তসঙ্গে মিলে ভক্তি অচলা নৈষ্ঠিকী।
সর্ব্বমঙ্গলা শুভপ্রদা ও অহৈতুকী॥১১॥
ভক্তসঙ্গে হরিভক্তির অঙ্কুর গজায়।
হরিকথামৃত সিঞ্চনে তাহা বৃদ্ধি পায়॥১২॥
বৃক্ষ লতার নব অঙ্কুর বাড়ে জল পেলে।
শুকাইয়া যায় কিন্তু রৌদ্র লাগিলে॥১৩॥

ভক্তসঙ্গেও ভক্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পায়।
অভক্ত সঙ্গের তাপে শুকাইয়া যায়॥১৪॥
সুধীজনের ভক্তসঙ্গে হয় সম্ভাষণ।
সর্প হেন অভক্তেরে করেন নিরীক্ষণ॥১৫॥
বাক্যালাপ অঙ্গস্পর্শ শয়ন ভোজন।
চারিপ্রকারেতে হয় পাপ সংক্রমণ॥
তেলে জলেও মিশে যদি থাকে কিছুক্ষণ।
তেমতি পাপ করে সর্ব্বনাশ সাধন॥১৬॥
জীবমাত্রেরই দোষগুণ হয় সংসর্গেতে।
এ হেতু সাধু সঙ্গ চাহেন সাধুতে॥১৭॥
বিশেষ পুণ্যেতে যদি ভক্ত সঙ্গ হয়।
আমার বিষয়ে মতি হইবে নিশ্চয়॥১৮॥
মম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা বড়ই দুর্লভ।
সঙ্গগুণে তাহা হয় অতীব সুলভ॥
প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান তার সাথে মিলে।
কত যে কল্যাণ হয় সাধু সঙ্গ হ'লে॥১৯॥
ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বোত্তম হয়।
ইহ পরলোকে তাহা অতি সুখময়॥
স্বর্গ বা মোক্ষ ইহার না হয় এককণা।
সাধুগণ মধ্যে হয় এরূপ গণনা॥২০॥
সাধুসঙ্গে হয় ভক্তি সুদৃঢ় নির্ম্মল।
ভক্তিতে সকলি লাভ শ্রেষ্ঠ পুণ্যফল॥২১॥

যাঁহাদের পাদোদকে তীর্থও হয় পূত।
সে গৃহ শ্মশানবৎ যদি তাহাতে বঞ্চিত ॥২২॥
যে গৃহস্থের ঘরে না হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
আর না হয় যেথা ভাগবতের আগমন॥
তাকে ধিক্, তার জন্ম, বৃথাই জানিবে।
শৃগালের বাস তুল্য সে গৃহ গণিবে ॥২৩॥
নৃলোকের ভূষণ প্রশান্ত সাধুগণ।
হরিচরণ যাঁহাদের একান্ত শরণ॥
শ্রীহরির গুণ তাঁরা করেন শ্রবণ।
করেন ব্যাখ্যান আর নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥২৪॥
ভক্তেরা যেথায় করেন মম গুণগান।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া করি তথায় অধিষ্ঠান॥
যোগিগণের হৃদয়েও নাহি থাকি আমি।
নারদেরে এই কথা কহেন শ্রীহরি ॥২৫॥
শুধু আমাকে ভজিলে তারে ভক্ত নাহি বলে।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয় আমার ভক্তেরে ভজিলে ॥২৬॥
সর্ব্বার্চ্চনা হতে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু আরাধনা।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্তের অর্চ্চনা ॥২৭॥
গোবিন্দে পূজিয়া তাঁর ভক্তে নাহি ভজে।
ভাগবত নহে তারে দাম্ভিক জানিবে ॥২৮॥

বৈকুণ্ঠের গুণামৃত কথা যেথা নাই।
তদাশ্রিত ভাগবতের দেখা নাহি পাই॥
যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর মহোৎসব নাই যেথা।
হইলেও ইন্দ্রপুরী নাহি যাও তথা॥২৯॥
যেখানে সজ্জনগণ হরিকথায় রত।
সেইস্থান তীর্থসম বলি পরিজ্ঞাত॥
গুণ-কীর্ত্তনে নিরত ভক্তের শরীরে।
শ্রীহরি বিরাজ করেন প্রসন্ন অন্তরে॥৩০॥
বহু জন্মার্জ্জিত ভাগ্যের উদয় হইলে।
সাধুপদপ্রান্তে জীবের স্থান তবে মিলে॥
অজ্ঞান-জনিত মোহ মদের আঁধার।
ঘুচিয়া উদয হয় বিবেক দিবাকর॥৩১॥
আমাতেই যুক্ত মন ও মম ভক্ত যাঁরা।
সুবিমল শান্ত মম সেবানুরক্ত তাঁরা॥
তাঁদের সঙ্গের জন্য ব্যস্ত যাঁরা হন।
মুক্তিলাভ করি পান মম দরশন॥৩২॥

৭। ভক্তমাহাত্ম্য।

করে থাক যদি তুমি শ্রীহরির আরাধনা।
তপস্যার প্রয়োজন কিছুই হবে না॥

শ্রীহরির আরাধনা যদি নাহি হল।
তপস্যা ও পরিশ্রম সকলই বিফল ॥১॥
অন্তরে বাহিরে যদি হয় হরিময়।
তপস্যায় নাহি হয় ইষ্ট ফলোদয় ॥
অন্তরে বাহিরে যার না থাকেন হরি।
তপস্যায় কি করিবে দেখ না বিচারি ॥২॥
কৃষ্ণসেবা হতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তপ নাই।
কৃষ্ণসেবকের তপঃশ্রম নিষ্ফল সদাই ॥৩॥
যোগিগণ ধ্যান করেন শ্রীহরির তেজঃ।
সুপক্ক ভক্তিতে মিলায় হরিপদরজঃ ॥৪॥
শ্রীকৃষ্ণের দাস্য সারাৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
ভক্তি মুক্তি হতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অভীষ্ট ॥৫॥
শ্রীহরিকে স্মর সদা ভুলো না কখন।
বিধি-নিষেধ সব হয় ভক্তের অধীন ॥৬॥
জ্ঞানার্জ্জনে শক্তি কারো না হয় কখন।
যারে সেই জ্ঞান দেন শ্রীহরি যখন ॥
তাঁর জ্ঞানে তাঁরে স্তব করেন সুধীজন।
স্মরণ রাখিও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ॥৭॥
গুরু নন পিতা নন মাতা নন তিনি।
পতি বা দৈব বলি তাঁরে নাহি গণি ॥

যমভয় হ'তে রক্ষা করেন যে জন।
তিনিই প্রকৃত গুরু আত্মীয় স্বজন ॥৮॥

তিনিই প্রকৃত পিতা জ্ঞানদাতা যিনি।
সেই জ্ঞান যথার্থ, যাতে ভক্তি দেয় আনি॥
পরম শুদ্ধা ভক্তি শাস্ত্রে তাহাকেই বলে।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যাতে দাস্য ভাগ্য মিলে ॥৯॥

তাহাই কর্ম্ম যাতে তুষ্ট হন শ্রীহরি।
তাহাই বিদ্যা যাতে দেয় হরিপদে মতি॥
তিনিই অন্তরাত্মা তিনি প্রিয় হতে প্রিয়।
তাঁর কৃপাতেই হই সর্ব্বথা নির্ভয়॥
এই জ্ঞান যাঁর হয় তিনিই বিদ্বান্।
তিনি হরি, তিনি গুরু, তিনি জ্ঞানবান্ ॥১০॥

সেদিন সার্থক যশোযুক্ত মঙ্গলময়।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে না হয় আয়ুক্ষয় ॥১১॥

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দুর্দ্দিন নাহি হয়।
কৃষ্ণকথামৃত হীন দুর্দ্দিন অতিশয়॥

সেই বাক্য সার্থক যাহা কৃষ্ণগুণ গাহে।
সার্থক হস্ত যাহা কৃষ্ণসেবায় লাগে॥

যেই প্রভু বিরাজিত জঙ্গম স্থাবরে।
সার্থক সে মন যদি সেই কৃষ্ণে স্মরে ॥১২॥

যাঁর কর্ণ কৃষ্ণ কথা শুনে অনুক্ষণ।
শির তাঁর উভমূর্ত্তি করয়ে বন্দন ॥
যে আঁখি নিত্য কৃষ্ণরূপ করে দরশন।
হরিপাদোদক যাঁর অঙ্গের ভূষণ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় যাঁহার হরিসেবায় তৎপর।
তাঁর পদরজে পবিত্র হয় চরাচর ॥১৩-১৪॥
সংসারের প্রভুগণে ভৃত্য রক্ষা করে।
প্রভু হ'য়েও হরি কিন্তু রক্ষেণ ভৃত্যেরে ॥১৫॥
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে হন প্রাণসম।
ভক্তগণও তাঁহার অতীব প্রিয়তম ॥
ভক্তগণের নিত্য ধ্যেয় প্রভু নারায়ণ।
প্রভুরও ধ্যানের বিষয় হন ভক্তগণ ১৬॥
কৃষ্ণভক্তের অমঙ্গল নাই কদাচন।
রক্ষার্থ আছেন সদা চক্র সুদর্শন ॥১৭॥
চক্র পাঠায়ে নিশ্চিন্ত না হন শ্রীহরি।
রক্ষিতে দেখিতে ভক্তে যান ত্বরা করি ॥
ভক্তেরে করিতে রক্ষা হরি দয়ানিধি।
এইরূপ ব্যাকুল হন তিনি নিরবধি ॥
ভক্তগণ পরম প্রভুর অতিপ্রিয়।
ভক্তাপেক্ষা প্রিয় তাঁর নাহি হয় কেহ ॥১৮-১৯॥

* উভমূর্ত্তি = অর্চ্চামূর্ত্তি ও ভাগবতমূর্ত্তি।

কৃষ্ণ যাঁর রক্ষক তাঁর সতত কল্যাণ।
তিনি যাঁর বিঘ্নকর্ত্তা কিসে পরিত্রাণ ॥২০॥
স্মরণ মাত্রে ভক্তগণের বিপদ যায় দূরে।
দেবে নরে সাধ্য না হয় বিঘ্ন ঘটাবারে ॥২১॥

কোপ রোষ নাহি চলে ভক্তের উপরে।
হরিকৃপা সতত রক্ষা করেন তাঁহারে ॥২২॥

ঘোর অরণ্যেও সুখে বাস করেন তিনি।
কৃষ্ণ যাঁকে রক্ষা করেন দিবস যামিনী॥
গৃহমধ্যে থাকে যদি হ'য়ে সুরক্ষিত।
কালপূর্ণ হইলে সে মরিবে নিশ্চিত ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণে সতত স্মরেণ ভক্তোত্তমগণ।
অশুভ তাঁহার তাই না হয় কদাচন ॥২৪॥

ভক্তপদরজে ধরা সদ্যঃপুত হন।
সুর নর চাহেন ভক্তের দর্শন স্পর্শন ॥২৫॥

কৃষ্ণদাস হতে পুত নাহি ত্রিভুবনে।
তীর্থও পূত দূর হতে তাঁর দরশনে ॥২৬॥

যেই কুলে জনমেন বৈষ্ণব তনয়।
জন্ম মাত্র সেই কুল সুপবিত্র হয়॥
পবিত্র হয়েন তাঁহার পুরুষ সহস্র।
বৈষ্ণব পুজিলে পূজিত বিশ্বসমগ্র ॥২৭॥

বৈষ্ণবেরে কন্যাদান মুক্তির কারণ।
অপর কারণ ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥২৮॥
হরিপদ ত্যজি যেবা মজে বিষয়েতে।
বিষপানে রত মূঢ় ত্যজিয়া অমৃতে ॥২৯॥
চণ্ডাল হ'তেও পাপী হরিবিমুখ জন।
সৎকর্ম্মে অধিকার নাই নিষ্ফল জীবন ॥৩০॥

মম ভক্ত জীবন্মুক্ত জন্ম-মরণ-জয়ী।
শ্রীমান সিদ্ধ কান্তিমান পণ্ডিত ও কবি ॥৩১॥

পরম বৈষ্ণবের জন্ম যাঁহাদের কুলে।
কোটী পুরুষ তাঁদের তরেন অবহেলে ॥৩২॥

নিজ কোটী পুরুষ ও মাতামহের শত।
মাতা পত্নী পুত্র ও পরবর্ত্তী শত ॥
শ্বশুর কুলের শত হেলায় তরাইয়া।
দাস দাসী সকলকে মুক্তি দেওয়াইয়া ॥
কৃষ্ণ ভক্ত সুখে করেন গোলোকে প্রয়াণ।
সকলের সদ্গতির তিনিই কারণ ॥৩৩-৩৪॥
জন্মমাত্র পবিত্র পূর্ব্ব পুরুষ শত।
স্বর্গ বা নরকবাসী হ'লেও হন মুক্ত ॥৩৫॥
আমার ভক্তের যাঁরা বান্ধব স্বজন।
রত্নযানে চড়িয়া করেন গোলোকে গমন ॥৩৬॥

যথা তথা মৃত্যু হউক সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে।
জীবন্মুক্ত তাঁরা হন ভক্তসন্নিধানে ॥৩৭॥

বিশ্বাসঘাতক ও যে মিত্রহত্যা করে।
মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় বা গচ্ছিত বস্তু হরে ॥
মম ভক্তের দর্শন স্পর্শন করা মাত্র।
হেন মহাপাপীও হয় পরম পবিত্র ॥৩৮॥

ত্যজিয়া লৌকিক ধর্ম্ম ভক্তি পথ ভজ।
কামতৃষ্ণা ছাড়ি লও সাধু-পদরজঃ ॥
পর দোষ গুণ চিন্তা ত্যাগ কর মনে।
মত্ত হও সেবায় ও কথা–সুধাপানে ॥৩৯॥

শিব ব্রহ্মা অনন্তাদি যত দেবগণ।
যাঁহারে জানিতে নাহি পারেন কখন ॥
সনকাদি ঋষি ধ্যানে অশক্ত জানিতে।
বেদাদিও অক্ষম যাঁর তত্ত্ব নিরূপিতে ॥
সবার অগম্য সেই নবনীত–চৌরে।
ভজহ শ্রীচরণ তাঁর অতি ভক্তিভরে ॥৪০॥

নবনীত চুরি যিনি করেন বৃন্দাবনে।
গোপীগণের বস্ত্র হরেন যমুনা পুলিনে ॥
জন্মান্তরের পাপ যিনি করেন হরণ।
সেই চৌরাগ্রগণ্যের প্রণমি চরণ ॥৪১॥

৮। ভক্তি মাহাত্ম্য।

‘কৃষি’ ও ‘ন’ দুইয়ে মিলে কৃষ্ণ শব্দ হয়।
‘কৃষি’তে ভক্তি ও ‘ন’ কারে দাস্য বুঝায়॥
ভক্তি ও দাস্য দুই বর দেন যিনি।
বিশ্বমাঝে কৃষ্ণ নামে প্রকীর্ত্তিত তিনি॥১॥
পরিণামে অশুভ এবে সুখে ভরপুর।
ভ্রান্ত জীবের লাগে তাহা বড়ই মধুর॥
আগে মধু শেষে কিন্তু বিষের মতন।
মধুবৎ বিষ নাশেন শ্রীমধুসূদন॥২॥
সেবারহিত মুক্তি ভক্তিতে কেবল সেবা।
ভক্তিযুক্ত মুক্তি হয় বৈষ্ণবের বাঞ্ছা॥৩॥
কৃষ্ণকথা শ্রবণে যিনি হন নিমগন।
দেহেতে রোমাঞ্চ হয় ঝরে দুনয়ন॥
তাঁহাকেই ভক্তি বলি গণেন জ্ঞানিগণ॥৪॥
মদ্‌গুণ শ্রবণেতে পুলক যাঁর দেহে।
গদ্‌গদ্ কণ্ঠ চোখে বারিধারা বহে॥
দারাসুত গৃহ ফেলি চাহেন আমাকেই।
ভক্তগণ বৈষ্ণবোত্তম বলেন তাঁহাকেই॥৫-৬॥
বৈষ্ণবপুত্রের জন্মে উল্লসিত পিতৃগণ।
বাহুতে তাল কেন আর করেন নর্ত্তন॥

জন্মেছে মোদের কুলে বৈষ্ণব সুজন।
ভয় নাই সে-ই মোদের করিবে তারণ ॥৭॥
বাসুদেব শরণ নহেন জীবনে মরণে।
হেন পুত্র কুলে যেন কভু না জনমে ॥
ভাগ্যদোষে জন্মে যদি অভক্ত নন্দন।
জন্মিয়াই হয় যেন তাহার মরণ ॥৮॥
অবৈষ্ণব দ্বিজ হ'তে ভাল, ভক্ত চণ্ডাল।
অভক্ত বলিয়া বিপ্র হারায় পরকাল ॥
চণ্ডাল বৈষ্ণব সপরিবারে মুক্ত হন।
অবৈষ্ণব বিপ্র করে নরকে গমন ॥৯॥
হরিভক্তিহীন জন অতি অহঙ্কারা।
ধূর্ত্ত শঠ আত্মম্ভরি সাধু নিন্দাকারী ॥১০॥
অভক্তের সঙ্গাপেক্ষা দ্বাহজ্বালা ভাল।
কণ্টকে বা পিঞ্জরে বাস পান হলাহল ॥১১॥
হরিভক্তিহীনের সঙ্গ নাশের কারণ।
নষ্ট হয়ে করে পরের বুদ্ধি বিনাশন ॥১২॥
ব্রাহ্মণ শরীরে হরিভক্তিহীন যেই।
চণ্ডালবৎ তার মুখ দেখিতে কভু নাই ॥
চারিবর্ণের নীচ হ'য়েও যদি ভক্ত হন।
তাঁহার কৃপায় পূত হয় ত্রিভুবন ॥১৩॥

হরিভক্তিহীন কিসে বিপ্র বলি গণ্য।
ভক্তিমান্ চণ্ডালও হন সর্ব্বজন-মান্য ॥১৪॥
চণ্ডাল হলেও শ্রীহরির ভক্তগণ।
স্মরণ পূজন তাঁকে কর সম্ভাষণ॥
তাহাতে পবিত্র হয় সংসারীর জীবন ॥১৫॥
হরিপদ লাগি না চাই তপঃ কর্ম্ম জ্ঞান।
ভক্তিতেই মুক্তি গোপিকা তাহার প্রমাণ ॥১৬॥
শত শত জন্মে হয় ভক্তিহেতু প্রীতি।
কলিতে কেবল কাম্য হরিপদে ভক্তি।
ভক্তিতে স্বরূপে দেখা দেন রমাপতি ॥১৭॥
যোগ-যাগ ব্রতপালন কিবা প্রয়োজন।
জ্ঞান কথা আলাপন ও তীর্থভ্রমণ॥
মুক্তি দিতে একমাত্র ভক্তিই শ্রেষ্ঠ হয়।
কিছুরই অপেক্ষ নাই জেনো নিঃসংশয় ॥১৮॥
যে ফল নাহি হয় যোগ সমাধিতে।
সেই ফল সম্যক্ মিলে হরিকীর্ত্তনেতে ॥১৯॥
জ্ঞান বৈরাগ্যেতে মুক্তি সত্যাদি ত্রিযুগে।
ভক্তিতেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য হয় কলিযুগে ॥২০॥
ইতিহাস পুরাণাদি কহে বার বার।
শ্রীকৃষ্ণপদার্চ্চনই হয় সকলের সার ॥২১॥

দানব্রত যোগ সিদ্ধি বেদাদি অধ্যয়ন।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥২২॥
সদ্‌গতির নানা পথ দেখান মুনিগণ।
কষ্টসাধ্য তথাপি না মিলে মোক্ষধন।
স্বর্গেতেও মোক্ষপ্রাপ্তি না হয় কদাচন।
পুণ্যক্ষয়ে হয় পুনঃ মর্ত্ত্যে আগমন॥
বড় ভাগ্যে মিলে হেন পুরুষ চরণ।
যাঁর কৃপায় করে নর বৈকুণ্ঠে গমন ॥২৩-২৪॥
মায়ামুগ্ধ জীব যবে লয় ভক্তি তত্ত্ব।
জগৎ বিষ্ণুময় ইহাই যথার্থ ॥২৫॥
নীর ত্যাজি ক্ষীর যথা হংস করে পান।
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি ভজ বিষ্ণু ভগবান্ ॥২৬॥
কাপড়েতে জল যেমন বাঁধা নাহি যায়।
ভক্তি বিনা নরদেহ ব্যর্থ মাত্র হয় ॥২৭॥
বাহুবলে পারাবার কে তরিতে পারে।
অতি মূঢ় জনই হেন দুঃসাহস করে॥
বিষ্ণুভক্তি বিনা তাহা হতে চায় পার।
সেইজন অতি মূঢ় সংশয় নাই তার ॥২৮॥
ভয়ানক ভবারণ্যে করিয়া বসতি।
সংসার দাবানল তাপে না পায় নিষ্কৃতি ॥

বিষ্ণুভক্তি সুধার্ণবে অবগাহন বিনা।
সেই জ্বালা জুড়াইতে কেহই পারে না ॥২৯॥
হরিকথা শ্রবণেতে যাঁর হয় মতি।
বিষ্ণুবৎ পূজ্য তাঁহারে অশেষ প্রণতি ॥৩০॥
বেদার্থ শ্রবণে বুদ্ধি পুরাণ শ্রবণে।
সৎসঙ্গেতে মতি যাঁর বন্দি তাঁর চরণে ॥৩১॥
মনের বিশেষ শুদ্ধি আনে বিষ্ণুভক্তি।
সুনির্ম্মল জ্ঞান আসে তাহার সংহতি ॥
সম্যক্ জ্ঞান আনি দেয় তত্ত্ব অনুভূতি।
অন্তিমেতে লভে সেই পরম পদে গতি ॥৩২॥
নির্ধন হ'লেও তাঁরা ধন্য ত্রিভুবনে।
হরিভক্তি বাস করেন যাঁহাদের মনে ॥
শ্রীহরিও নিজলোক ত্যজি সর্ব্বোপায়ে।
ভক্তিসূত্র ধরি যান তাঁদের হৃদয়ে ॥৩৩॥

৯। ভগবৎপ্রপত্তিঃ।

[শ্রীরামচরণে যবে আসেন বিভীষণ।
সন্দিগ্ধ হ'লেন সুগ্রীবাদি কপিগণ ॥
সুগ্রীবে কহেন শ্রীরঘুনাথ কৃপাময়।
রাক্ষস বলিয়া তারে না কর বিদায় ॥]

(তবাস্মি) তোমার আমি হলাম বলি লইলে শরণ
অভয় তারে দিব এই ব্রত করেছি গ্রহণ ॥১॥

মদ্‌ভক্তিহীনজন যায় শাস্ত্রের গর্ত্তে।
কোন কালে জ্ঞান ভক্তি না পারে লভিতে ॥২॥

কর্ম্মজ্ঞান জপ তপ যোগাসন যত।
শ্রদ্ধা বিনা কিছুতেই না হই বশীভূত ॥৩॥

আমা প্রতি কোন মতে শ্রদ্ধা হয় যাঁর।
বশীভূত হ'য়ে যাই আমি যে তাঁহার।
দর্শন স্পর্শন পূজায় তিনি যোগ্য হন।
উচিত তাঁহারি সহ করিতে সম্ভাষণ ॥৪॥
ভগবৎপ্রসাদেই দেবতায় ভক্তি হয়।
ভক্তিতেই পুনঃ ভগবৎপ্রসাদ মিলয় ॥
বীজ হ'তে যেমন অঙ্কুর বাহিরায়।
তেমতি অঙ্কুর হতে বীজ জনময় ॥
একটি হতে অপরটি আসে ফলরূপে।
প্রসাদ শব্দেতে প্রসন্নতাই বুঝিবে ॥৫॥
তাহাই প্রকৃত বাণী মম নামে রত।
সেই সার্থক দেহ মম সেবায় নিরত ॥৬॥
সঙ্কল্প করহ যাহা ভগবদনুকূল।
অবশ্য ত্যজহ যাহা তাহার প্রতিকূল ॥

শরণ

শ্রীহরিই রক্ষক বলি বিশ্বাস কর মনে।
তাঁরেই রক্ষক জানি পড় যুগল চরণে॥
দীন হও আর কর আত্ম সমর্পণ।
শরণাগতির এই ছয়টি প্রকরণ॥
ভুক্তিমুক্তির এই হয় শ্রেষ্ঠ সাধন।
ইহা বিনা কল্যাণ না দেখি কদাচন॥৭-৮॥

২॥

বাৎসল্য গুণ হয় মহতের ভূষণ।
দোষেও গুণ বলি তাঁরা করেন গণন॥
ভক্ত প্রতি বাৎসল্য মম পূজা ও অর্চ্চন।
শারীরিক কর্ম্ম করে আমার কারণ॥
মৎকথা শ্রবণে ভক্তি রোমাঞ্চ অঙ্গেতে।
বাষ্পে গদ্‌গদ কণ্ঠ অশ্রু নয়নেতে॥
আমাকেই অহর্নিশ করেন স্মরণ।
আমা তরে হয় যাঁর জীবন যাপন॥
ম্লেচ্ছেও যদি থাকে এই চিহ্ন আট প্রকার।
যতি বিপ্র মুনি তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার॥৯-১১॥

ভক্ত যদি চণ্ডালের কুলে জনময়।
চতুর্ব্বেদী হতেও মম অধিক প্রিয় হয়॥
মৎসম পূজ্য তিনি তাঁরই দান লইও।
দানের উপযুক্ত পাত্র তিনিই জানিও॥১২॥

প্রারব্ধ-বশেতে যাঁদের না হয় জনম।
ধরাধামে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন॥
প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁরা হ'য়ে বিভূষিত।
তৎসহ পূর্ব্বসংস্কার হইয়া সংযুক্ত॥
বৈরাগ্যবান্ হউন বা নারীতে অনুরক্ত।
পদ্মপত্রের জলের ন্যায় না হন আসক্ত।
মৎসম তাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত॥
কার্য্য বা অকার্য্য কিছু তাঁহাদের নাই।
সমাধি শরণাগতির নাহিক বালাই॥১৩-১৫॥
হউক কর্ম্ম তব সাধু বা অসাধু।
হরিপদে অর্পিলে তার ভোগ নাই কভু॥১৬॥
অকাম সকাম কিংবা হও মোক্ষকাম।
সুবুদ্ধিতে ভক্তিভরে ভজ ভগবান॥১৭॥
অযোগ্য ভক্তের প্রতি করুণাময় হরি।
প্রসন্ন হয়েন তার পাপ গ্রহণ করি॥১৮॥
ভক্তিতুল্য সুখের পথ নাই ত্রিলোকেতে।
চারিযুগে সত্য ইহা বিশেষ কলিতে॥১৯॥
ভক্তিমান্ জনের আমি সদাই সহায়।
বিঘ্নকারী রিপু তাঁর মোর দণ্ড পায়॥২০॥
ভক্তাধীন আমি ভক্তের বশে করি কার্য্য।
অযথোচিত কর্ত্তা বলি হই প্রসিদ্ধ॥২১॥

বিপদ যখনি কোন ঘটে ভক্তজনে।
তাহার সমূলে নাশ করি সেইক্ষণে ॥২২॥
কৃষ্ণকৃপা হ'তে জীবের কভু নাহি চ্যুতি।
অচ্যুত নামে খ্যাত তেঁই জগতের পতি ॥
ভাবেতে গদ্‌গদ হইয়া যে জন।
অচ্যুত সন্নিধানে করেন রোদন ॥
তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ হন পরিক্রীত।
দেবতাগণও হন তাঁর কাছে ভীত ॥২৩॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ পিতার তর্পণ।
সকলি নিষ্ফল বিনা হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥২৪॥
গৌরী প্রতি মহাদেব ক'ন কৃপা করি।
ব্রতাদি মাঙ্গল্য ধর্ম্ম শুন ও সুন্দরি।
মম মুখের বাণী জানাই ভক্তে কৃপা করি ॥২৫॥
যাঁর চিত্ত নাহি চিন্তে শ্রীহরির চরণ।
পশুবৎ করে সেই জীবন যাপন ॥২৬॥
তিনি ধন্য তিনি শুচি তিনি দিব্য জ্ঞানী।
যজ্ঞ তপ বিদ্যাদি সর্ব্বগুণে গুণী ॥
দাতা জ্ঞাতা সত্যবাদী তিনিই বরিষ্ঠ।
পুরুষোত্তম চরণে যিনি সদা ভক্তিনিষ্ঠ ॥২৭॥

১০। অকিঞ্চন স্তুতি।

দারাসুত ধন জ্ঞাতি পরিজন
সখা আদি মনোমত।
কত ভূসম্পত্তি ছিনু অধিপতি
জনমে জনমে শত॥
কিছু মনে নাই কোন খোঁজ নাই
চিনিতে পারি না কারে।
তারাও ভুলেছে চাহে নাকো মোরে
মনেও কভু না করে॥১॥

কর্ম্মের বিপাকে জনমে জনমে
দুখ পাই শত শত।
মূঢ়মতি ব'লে শ্রীপদকমলে
নাহি করি মাথা নত॥২॥

তুমি সর্ব্বজনে বেদে ও পুরাণে
পুরুষোত্তম বলি খ্যাত।
তুমি ক্ষমানিধি দাও ক্ষমা করি
পড়িনু চরণে তব॥৩॥

ব্রহ্মা আদি জ্ঞানিগণ স্তব করি অনুক্ষণ
মহিমা মলিন যদি হয়।
আমি নরাধম অতি করি যদি স্তবস্তুতি
কেননা কুবাক্য তাহা হয়॥৪॥

মহিমা বর্ণিতে তব অশক্ত হয়েন সব
ব্রহ্মা আদি দেব ত্রিপুরারি।
আমি মূর্খ অভাজন কিসে হই আগুয়ান
ধৃষ্টতা আমার বলিহারি ॥৫॥

আমি অতি মূঢ়জন তুমি হিতসাধন
বাৎসল্য গুণের সাগর।
সাহস তাই আমি করি আমার মুখের বাণী
তব কাছে হবে মনোমত ॥৬॥

পরনিন্দা অহঙ্কার করেছেন পরিহার
তোমার সেবক দয়াপর।
তাঁদের সঙ্গের গুণে প্রেম জন্মে শ্রীচরণে
উভলোকে কল্যাণকর॥

হেন ভাগ্য কবে হবে ভক্ত সঙ্গ মোর হবে
ঘুচে যাবে করম বন্ধন।
দুর্লভ কৃপা পাব দাস্যভাবে মেতে যাব
সার্থক হবে মানব জনম ॥৭॥

নিরবলম্ব হয়ে দুঃখের সাগরে পড়ে
কতকাল করিব রোদন।
মাগি আমি করজোড়ে কৃতার্থ করিতে মোরে
একবার দাও দরশন॥

হৃদয়েতে সেই স্মৃতি রাখি দাও কৃপানিধি
তাহা লয়ে কাটাব জীবন ॥৮॥

এই মম নিবেদন স্বপনেও দরশন
একবার দাও কৃপা করি।
কুসঙ্গের প্রভাবেতে নাস্তিকতা পুঞ্জীভূতে
ধ্বংস করি দাও হে মুরারি ॥৯॥

বিবেক শকতি জ্ঞান সকলি তোমারি দান
পায় সবে তোমার কৃপাতে।
কি করিব নিবেদন আমি অতি অভাজন
দয়াগুণে রক্ষা কর মোরে ॥১০॥

অবিদ্যার বশে পড়ি যা কিছু করেছি আমি
অনুতাপ করিব তাহারি।
নিজ হিতে হবে রুচি দুষ্প্রবৃত্তি যাবে ঘুচি
বুঝিব কৃপা মমোপরি ॥১১॥

সদসৎ না মানিয়া নিত্য সুখ না জানিয়া
পাপাসক্তি নাহি ছাড়ি আমি।
এই অগতির প্রতি দয়াময় রমাপতি
কৃপা দৃষ্টি কর মমোপরি ॥১২॥

সংসারের মরুপথে অবিরাম গতায়াতে
হইয়াছি অতি পরিশ্রান্ত।
দেহ মোরে কৃপা করি কৃপাময় শ্রীহরি
শরণ তোমার পদপ্রান্ত॥ ১৩॥

সত্যসঙ্কল্পবশে তব করুণাময় মাধব
দয়া করি দাও মোরে আশ।
আমার কুবুদ্ধি হ'তে রক্ষা করি সর্ব্বমতে
কর মোরে নিত্য তব দাস॥১৪॥

জনমে জনমে আমি সহস্র দোষের ভূমি
পড়িয়াছি বিষম বিপদে।
শরণ লইনু আমি কৃপা কর মুরারি
রক্ষা কর ভবজলধিতে॥১৫॥

যে হই সে হই আমি তব দাস হব বলি
নিত্য চাহি অগতির গতি।
এই মাত্র ছুতা লহ দুষ্টবুদ্ধি নাহি ধর
নাহি ত্যজ মোরে রমাপতি॥১৬॥

মহাপুরুষ শ্রীহরি দীনজনের আর্ত্তিহারি
আশ্রিতের শরণ্য যিনি।
কি বিপদে কি সম্পদে নমি আমি শ্রীপদদ
করুণার একমাত্র খনি॥১৭॥

আনন্দ গোবিন্দ রাম নারায়ণ মুকুন্দ নাম
এ নাম অনন্ত নিরাময়।
জনপূর্ণ সংসারেতে এই নাম উচ্চারিতে
কাহার শকতি নাহি হয়।
তবু নাম নাহি লয় মুক্তি কভু নাহি চায়
দেখি প্রাণ করে হায় হায় ॥১৮॥

মধুচক্র হতে মধু হরিপাদপদ্ম মধু
দুই মধুই অতীব মধুর।
চক্র মধুতে নেশা জুটে কৃপা মধুতে নেশা ছুটে
পার্থক্য অতীব স্থদূর ॥১৯॥

নত শিরে চাহি আমি দয়াময় শ্রীহরি
তব পদ রহে মম মতি।
যে দেহেতে রহি যবে করমের প্রভাবেতে
অক্ষুণ্ণ রহুক তব স্মৃতি ॥২০॥

নাহি চাহি ব্রহ্মপদ স্বর্গমর্ত্ত্য রাজ্যপদ
নাহি চাহি যোগতপঃসিদ্ধি।
মুক্তিও ত্যজিতে পারি যদি কৃপা কর হরি
পাই যদি শ্রীচরণে স্থিতি ॥২১॥

ছোট ছোট পাখীর ছানা না উঠিতে তাদের ডানা
মায়ের তরে ব্যাকুলিত অতি।

মাতার স্তন্যের লাগি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতি
আকুল হয় বাছুর যেমতি।
পতির বিরহে যথা হয় প্রিয়া সুদুঃখিতা
ব্যাকুলিতা পতি দরশনে ॥
তোমার দর্শন লাগি তেমতি ব্যাকুল আমি
ছট্‌ফট্‌ করে মম প্রাণে ২২॥
কর্ম্মের বিপাকে পড়ে যতকাল এ সংসারে
কাটাইতে হইবেক মোরে।
ভক্তজন সঙ্গে থাকি সদা এই কৃপা চাহি
বিষয়ী হইতে রহু দূরে ॥২৩॥
মাগি আমি জোড় করে অকপটে প্রাণভরে
যেথায় যখন আমি থাকি।
শ্রীপদকমলে তব করুণাময় মাধব
থাকে মম অক্ষুণ্ণ ভকতি ॥২৪॥
বিষম বিষয় ঘোরে দারাসুত রক্ষা তরে
সুখদুখ দ্বন্দ্বে ব্যস্ত মন।
শোকে দুঃখে নিমজ্জিত নিরাশ্রয় জর্জ্জরিত
হরিপদ তরীই শরণ ॥২৫॥

১১। ভক্তগীতম্।

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে।
গোবিন্দ গোবিন্দ দেব চক্রপাণে॥
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
প্রণমি ভকতি ভরে শ্রীচরণ পদ্ম॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব পরমাত্মা শ্রীহরি।
গোবিন্দে নমি যিনি প্রণত-ক্লেশহারী॥২॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেব গো-বিপ্রহিতকারী।
গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণে বন্দি সর্ব্বহিতকারী॥৩॥

শুচি বা অশুচি কোন অবস্থা হইলে।
কমললোচন হরি স্মরণ করিলে।
সুপবিত্র হয় সেই অন্তরে ও বাহিরে॥৪॥

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব।
গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ॥
নৃসিংহ বিষ্ণু কেশব অনন্ত।
রক্ষা কর মোরে হই সংসার-সর্পদষ্ট॥৫॥

নারায়ণ-পাদপদ্মে করিনু প্রণাম।
নারায়ণ পূজা আমি করি অবিরাম॥

নারায়ণ নির্ম্মল নাম বদনেতে বলি।
তাঁহার অব্যয় তত্ত্ব মনে মনে স্মরি ॥৬॥

তুমি মম মাতা হরি তুমি মম পিতা।
তুমিই বন্ধু মম তুমি মম সখা ॥
সর্ব্ব সম্পদ তুমি মম তুমি বিদ্যাবল।
দেব দেব তুমি মম সরবস্ব ধন ॥৭॥

বোবাও বাচাল হয় যাঁর করুণায়।
যাঁর কৃপায় পঙ্গুতেও পর্ব্বত ডিঙ্গায় ॥
পরমানন্দ দাতা সেই মাধবেরে।
নমি আমি সাষ্টাঙ্গেতে সদা ভক্তি ভরে ॥৮॥

যাঁহার স্মরণে সর্ব্বত্র সকল কল্যাণ।
শরণ লইনু মঙ্গলময় ভগবান্ ॥৯॥

হরিনাম কৃষ্ণনাম আমার জীবন।
কলিকালে অন্যগতি নাহি কদাচন ॥১০॥

কৃষ্ণে রত যাঁরা কৃষ্ণে ভজেন অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণে করেন স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণেই যাঁহাদের দেহ মন প্রাণ।
অন্তিমেতে শ্রীকৃষ্ণে করেন প্রয়াণ ১১॥

রসগ্রহণে পটু তাই নামটী রসনা।
সুমধুর হরিনাম সদা কেন জপ না ॥১২॥

নিষ্কণ্টক পথে যথা শ্রীহরি পূজিত।
কুপথ তাহাই যাহা হরিপূজা-বর্জ্জিত ॥১৩॥
বাসুদেবে ত্যজি অন্য দেবে পূজে যেবা।
গঙ্গা ত্যজি কূপ চাহে তেমতি দুর্ভাগা ॥১৪॥
অত্যুত্তম হরিকথার প্রসঙ্গ যেথায়।
সর্ব্বতীর্থ আসি বাস করেন তথায় ॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত ত্রিবেণী।
তথায় আসেন সিন্ধু আর গোদাবরী ॥১৫॥
কাশীতে গ্রহণ কালে কোটী ধেনু দান।
প্রয়াগে কল্পবাস অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান ॥
মেরুতুল্য স্বর্ণদানে হয় যত পুণ্য।
গোবিন্দ নামের সাথে কভু নাহি তুল্য ॥১৬॥
ক্ষণমাত্রও বাসুদেবের চিন্তা নাহি করে।
অন্ধ বোবা জড় সেই পৃথিবী ভিতরে ॥১৭॥
নব ছিদ্র যুক্ত দেহ সদা রোগেতে বিকল।
নারায়ণই বৈদ্য ও ঔষধ গঙ্গাজল ॥১৮॥
অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ নাম উচ্চারণ।
ইহা সম শ্রেষ্ঠ ভেষজ নাহি কদাচন ॥১৯॥
আর্ত্ত ভীত অবসন্ন ও যাহারা দুঃখিত।
ব্যাঘ্রাদি জন্তুর মুখে হইলে পতিত ॥

নারায়ণ শব্দমাত্র করি উচ্চারণ।
সর্ব্বাপদ হ'তে মুক্ত সুখী তিনি হন॥২০
হংসকে শুক্লবর্ণ ও শুককে হরিৎ।
ময়ূরকে করেছেন যিনি সুচিত্রিত॥
তোমার জীবিকা তিনিই করেছেন বিহিত।
তাঁরপদে মতি রাখি না হও চিন্তিত॥২১॥
অন্ন বস্ত্রের চিন্তা কভু নাই বৈষ্ণবের।
বিশ্বম্ভর নারায়ণ রক্ষক তাঁদের॥২২॥
ভবসাগর তরিতে দৃঢ় নৌকা রামনাম।
নামেতে বিশ্বাসী তরেন অন্যের ব্যর্থশ্রম॥২৩॥
লাভ ও জয় সদা না হয় পরাজয়।
যাঁর হৃদে বিরাজিত হরি কৃপাময়॥২৪॥
নিত্যোৎসব তাঁর গৃহে নিত্যই মঙ্গল।
যাঁর হৃদে মঙ্গলময় শ্রীপদ কমল॥২৫॥
অন্য কিছু নাহি বলি স্মরি চিনি গুণি।
ভক্তিতে পূজি শুধু রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
শ্রীনিবাস পুরুষোত্তমে মাগি এই বর।
কৃপা করি কর মোরে শ্রীপদকিঙ্কর॥২৬॥
শ্রীহরির দাসের দাসের দাস আমি।
মনুষ্যের প্রভু কেবা বিনা জগৎস্বামী।
সর্ব্বভাবে ধন্য যদি তাঁর অনুগামী॥২৭॥

জনম সার্থক মম মধুকৈটভহর।
দাসানুদাস বলি যদি মোরে স্মর ॥২৮॥
সহস্রাধিক জন্মে তপঃ সমাধিও ধ্যানে।
ক্ষীণ পাপে ভক্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥২৯॥
অতি অপরূপ চোর আছেন একজন।
নারায়ণ নামে তিনি খ্যাত ত্রিভুবন॥
জন্মে জন্মে যত পাপ করেছ অর্জ্জন।
(তিনি) স্মরণ মাত্রেতে করেন নিঃশেষে হরণ ৩০॥

১২। নরকভয়নিবারণ।

যেখানেই বসতি করুক প্রাণিগণ।
অন্তিমে নিশ্চয় যাবে শমন ভবন ॥১॥
আয়ুক্ষয়ে কর্ম্মবশে নরকে গমন।
যাতনা পাপ তথা পাপের কারণ॥
যাতনায় মুক্ত হ'য়ে নানা যোনি পায়।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই সর্ব্বযুগে গায় ॥২॥
ইন্দ্রিয়বশেতে ও পরিবার পালনেতে।
আসক্ত হইয়া পড়ে কতই দুঃখেতে॥

অন্তিমেতে বেদনায় সংজ্ঞাহারা হয়।
নিজজন কেবলই রোদন করয় ॥
শ্রীহরিব নাম তারা কেহ না শুনায়।
ফলে তারা মুমুর্ষুকে নরকে পাঠায় ॥৩॥

কুপিত ভীষণ মূর্ত্তি যমদূত-দ্বয়।
দেখি ভয়ে জীব মল–মূত্র তেয়াগয় ॥৪॥

নরক দুঃখভোগ হেতু রচিত দেহেতে।
আত্মাকে প্রবেশ করায় দুই যমদূতে ॥
তারে লয়ে যায় যবে রজ্জু বান্ধি গলে।
পথিমধ্যে দংশে তারে কুকুরের দলে ॥
যাতনায় জীব তখন আর্ত্তনাদ করে।
আর্ত্ত হয়ে অনুক্ষণ নিজ পাপ স্মরে ॥৫॥

রৌদ্র বায়ু দাবানলে তপ্ত বালুকায়।
কাতর হইয়া পুনঃ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়
চর্ম্মরজ্জু দিয়া মারে পৃষ্ঠে দূতগণ
নিরাশ্রয়ে অতি কষ্টে করে সে গমন ॥৬॥

পদে পদে পড়ে জীব হইয়া মূর্চ্ছিত
পুনর্ব্বার উঠি পুনঃ পুনঃ সে পতিত ॥
যমদ্বারে লয়ে যায় দু–তিন মুহূর্ত্তে।
তথায় সে পড়ে গিয়া যম-যাতনাতে ॥৭॥

নরকেতে পাপী বহু যাতনা ভোগ করে ॥
যমদূতে ফেলে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে ॥
স্বহস্তে নিজের মাংস করিয়া ছেদন।
যমদুতে বাধ্য করে করিতে ভক্ষণ ॥৮॥
কুকুর শকুনি আদি করি আক্রমণ।
জীবন্তেতে নাড়ীভুঁড়ি করে নিষ্কাশন ॥
সাপ বিছা মশকাদির তীব্র দংশনেতে।
শস্ত্রের বিদারণে হস্তিপদের চাপেতে ॥
গিরিশৃঙ্গ হতে তারে ভূমে ফেলে দেয়।
বিষ্ঠার গর্ত্তেতে জলে ডুবায়ে রাখয় ॥৯-১০॥
তমিস্র রৌরব কুণ্ড বড়ই ভীষণ।
অশেষ যাতনা তথায় ভুগে পাপিগণ ॥১১॥
ভয়ে ভীত কহে পাপী আকুল পরাণ।
কৃপা করি বলুন কিসে পাই পরিত্রাণ ॥১২॥
যম কহেন পাপী তোরে জিজ্ঞাসিতে চাই।
দুঃখনাশন কেশবে কি পূজা কর নাই ॥১৩॥
নারায়ণ শব্দ আছে জিহ্বাও বশেতে।
তবে কেন মূঢ়গণ পড়ে নরকেতে ॥১৪॥
শ্রীহরির মধুময় গুণযুক্ত নাম।
যার জিহ্বায় নাহি হয় কভু উচ্চারণ ॥

হরিপদ-কমল যার চিত্ত নাহি স্মরে।
শ্রীকৃষ্ণেও নাহি নমে অবনত শিরে॥
হরিকে নাহি সেবি অতি অসৎ তারা হয়।
ধরিয়া আনহ দূত তাদের যমালয়॥১৫॥
বাসুদেব তরুর ছায়া তপ্ত নাহি হয়।
অতি শীত কভু নহে জানিও নিশ্চয়॥
অবশ্য করে পাতকীর নরকবারণ।
কেন জীব নাহি লয় তাঁহার শরণ॥১৬॥
কর্ম্মময় সংসারে জীব গতায়াত করে।
কর্ম্ম ত্যজি থাকিতে সে কভু নাহি পারে॥
সেই কর্ম্মকর যাতে তুষ্ট ভগবান্।
অন্য কর্ম্মত্যাগ কর ওহে মতিমান্॥১৭॥
তাহাই জ্ঞান যাতে গোবিন্দপদ মিলে।
কেশবের কীর্ত্তন যাতে তাঁরই কথা বলে॥
সেই কর্ম্ম কর যাতে হরিই লক্ষ্য হন।
বহু ভাষণ ত্যজি চাহ নিজের কল্যাণ॥১৮॥
বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়েও যেইজন।
ভক্তিহীন হয় সেই অতি নরাধম॥১৯॥
শক্তিতেও না নমে যেই চক্রপাণিপদে।
সামান্য তৃণেরও শত্রু তাহা কে জানিবে॥২০॥

চক্রপাণির দিব্যগুণ না করে শ্রবণ।
ধর্ম্মকর্ম্ম-বহিষ্কৃত বধির সে জন ॥২১॥
যে দেহে হরিকীর্ত্তনে রোমাঞ্চ না হয়।
শববৎ পশুদেহ সেই জানিবে নিশ্চয় ॥২২॥
শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি জগতের সার।
সুদৃঢ় নৌকা তরায় ভবপারাবার।
ভক্তি বিনা সাধন কিছু নাহি দেখি আর ॥২৩॥
সংসার বিষবৃক্ষের অমৃত ফল দুটী।
ভক্তজনসঙ্গ আর হরিপদে ভক্তি ॥২৪॥
আগুনেই তপ কর পাহাড় হইতে পড়
শাস্ত্র পড় তীর্থে তীর্থে কর বিচরণ।
যাগযজ্ঞ যত কর আর শাস্ত্র কথা বল
হরিকৃপা বিনা নাই সংসার তারণ॥

১৩। কলিকল্মষনাশন।

নিত্যের মধ্যে নিত্য যিনি চেতনের চেতন।
বহু'র মধ্যে এক যিনি বাঞ্ছাপূরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভুরে যাঁরা করেন ভজন।
নিত্য সুখ তাঁরা পান নহে অন্যজন ॥১॥

আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত যিনি।
জীবে জীবে নানারূপে দেখা দেন তিনি॥
একটী শশধর শোভা পায় গগনেতে।
তরঙ্গিত জল দেখায় অনেক সংখ্যাতে॥২॥
যাহা কিছু শ্রুত হয় কিংবা হয় দৃষ্ট
অন্তরে বাহিরে তার নারায়ণস্থিত॥৩॥
অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম চিন্ময় সনাতন।
উপাসকের তরে মূর্ত্তি করেন ধারণ॥৪॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥৫॥
এই ষোড়শ নামেতে কলির পাপ নাশে।
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ উপায় বেদে নাই ভাষে॥৬॥
শ্রীহরিকে চিন্তা তাঁহার গুণের কীর্ত্তন।
পরস্পরে কর হরিকথার আলোচন॥
ধনিগণে তোষে যথা ধনের আশায়।
হরিকে তুষিলে কে না মুক্তি ধন পায়॥৮॥
অহঙ্কারশূন্য বুদ্ধি বিষয়ে না মাতে।
কর্ম্ম যাহাই হৌক জীবন্মুক্ত বলে তাঁকে॥৯॥
বিশ্বেরে ব্রহ্মময় বলি দৃষ্টি করেন যিনি।
তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনিই বিজ্ঞানী॥১০॥

তাঁহার দর্শনে পূত জগৎ সমস্ত।
তাঁর সেবানিষ্ঠ জন অজ্ঞানেও মুক্ত ॥১১॥
সৎসঙ্গের সুযোগ খুঁজ দিয়া প্রাণমন।
সাধুসঙ্গেই পায় জীব শ্রেষ্ঠ মুক্তিধন।১২॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি হ'লে ভাগ্যোদয়।
নরদেহ পায় জীব শ্রীহরি কৃপায়॥
জীবের সহজাবস্থা শ্রীহরির চরণ।
নরদেহ বিনা তাহা মিলে না কখন॥
দুর্লভ বৈরাগ্য লাভ দুর্লভ তত্ত্ব জ্ঞান।
সদ্‌গুরুর করুণা যাবৎ না করে অধিষ্ঠান॥
জীবের মুক্তি হয় ক্ষণিক তত্ত্বজ্ঞানে।
সম্যক্ জ্ঞানীকেই শাস্ত্রে সদ্‌গুরু বাখানে॥১৩॥
সচ্চিদানন্দকে জ্ঞানী দেখেন সর্ব্বত্র।
দর্শনে বঞ্চিত হয় অজ্ঞানীর নেত্র॥
দীপ্তিমান্ সূর্য্যে অন্ধ না পায় দেখিবারে।
জ্ঞানহীন তথা প্রভুকে কোথাও না হেরে॥
জ্ঞানিগণ মতে পথ বড়ই গহন।
শাণিত *ক্ষুরধারবৎ অতীব দুর্গম॥১৪-১৬॥

---

* ঈষৎ হেলিলেই হইবে পতিত।
স্থির যদি থাক তবে পদ হয় ক্ষত॥

শ্রীহরিচরণে যিনি পরম ভক্তিমান্।
গুরুপদেও তেমতি যদি হন আস্থাবান্॥
সেই মহাত্মাই হন সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞাত।
তাঁর কাছে নিগূঢ় অর্থ হয় প্রকটিত॥১৭॥
ঘটের ভিতর যদি দীপ রাখা যায়।
সে দীপের আলো কভু বাহিরে না যায়॥
কিন্তু যদি কোন মতে ঘট ভেঙ্গে যায়।
বাহিরে দীপের আলো প্রকাশিত হয়॥
নৃদেহ ঘটের মধ্যে দীপ তত্ত্বমান।
পাইতে না দেয় তারে দেহের অভিমান॥
দেহাভিমান যবে যায় গুরুর কৃপায়।
অন্তঃস্থ ব্রহ্মজ্ঞান তখন প্রকাশ পায়॥১৮-১৯॥
শুধু দিবায় না পূজ হরি রাত্রে না পূজ।
দিবানিশি অনুক্ষণ শ্রীচরণ ভজ॥২০॥
যে উৎসাহ জীবের পরদোষ দেখিবারে।
সে আগ্রহ যদি হয় স্বদোষ আবিষ্কারে॥
অবহেলে তরে সেই ভব পারাবার।
নাহিক সন্দেহ ইথে জেনো মনে সার॥২১॥
কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদ্যপি হয় শাস্ত্রবিহিত।
কর্ম্মযোগ নামে তাহা হয় অভিহিত॥২২॥
ভগবৎপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য যদি হয়।
সিদ্ধি জ্ঞান যোগ সেই কল্যাণময়॥২৩॥

জ্ঞানরূপ অগ্নি দহে বাসনা তৃণেরে।
বাসনা গেলে জ্ঞান কেহ রোধিবারে নারে॥
প্রকৃত সমাধি হয় তত্ত্বজ্ঞান হ'লে।
শুধু মৌন হ'য়ে থাকাকে সমাধি না বলে॥২৪॥
গোষ্পদ জলেতে ক্ষুদ্র মশকের প্রায়।
সামান্যেতে অলস মন হাবুডুবু খায়॥২৫॥
বিষয়েতে জীবের যে আসক্তি জনময়।
হরিপদে সে আসিক্তিতে বন্ধন টুটায়॥২৬॥
বিষয়ের চিন্তায় মন মাতে বিষয়েতে।
আমাকে স্মরিলে মন লীন হয় আমাতে॥২৭॥
নিত্যানন্দ সুখদাতা মূর্ত্তিময় জ্ঞান।
তত্ত্বমসি লক্ষণাদি যাঁহার প্রমাণ॥
ভাবাতীত অন্তর্য্যামী সর্ব্বগুণের পার।
পাপ নাই নাশ নাই দ্বিতীয় নাহি যাঁর।
সদ্গুরুর চরণে নিত্য প্রণাম আমার॥২৮-২৯॥
যোগৈশ্বর্য্য কৈবল্যমুক্তি যাঁহার প্রসাদ।
বৈষ্ণবের যোগতত্ত্ব শ্রীরামচন্দ্র পদ॥
ভজি আমি ভক্তিভরে পরম সুখদ॥৩০॥
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি দেবনারায়ণ।
অচ্যুত গোবিন্দ হরি দ্বারকা-নিবসন।
শরণাগতে রক্ষ প্রভু কমললোচন॥৩১॥

১৪। তত্ত্বরহস্য।

পুরুষকারের হয় দুইটী প্রকার।
একটী উচ্ছাস্ত্র অপরটী শাস্ত্রিত আচার॥
শাস্ত্রিত চেষ্টা হয় শাস্ত্রের অনুকূল।
খুসীমত উচ্ছাস্ত্র হয় শাস্ত্র প্রতিকূল॥
শাস্ত্রিত চেষ্টাতে হয় লাভ পরমার্থ।
উচ্ছাস্ত্র চেষ্টায় কেবল ঘটায় অনর্থ॥১॥

হঠ করি চিত্তজয়ে যে হয় উদ্যত।
অতি মূঢ় সেই জন হয় পরাহত॥
তার চেষ্টা সফল না হয় কোনমতে।
মত্ত হস্তী বদ্ধ কি হয় মৃণাল তন্তুতে॥২॥

স্বদেহ দুর্গন্ধময় অতীব অশুচি।
এ হেন দেহেতে কিসে হয় বল রুচি॥
তথাপি সে দেহে আসক্তি না যায় যাহার।
বৈরাগ্যের উপদেশ তারে নিষ্ফল অসার॥৩॥

বাসনার বশে হয় সংসারে আবদ্ধ।
বাসনার ক্ষয় হলে মিলে মোক্ষপদ॥
অতএব বিষয় বাসনা পরিহরি।
মোক্ষেচ্ছাও ত্যজি মন ভজহ শ্রীহরি॥৪॥

ভেদের মধ্যে এক দেখা তারে জ্ঞান বলে।
ধ্যান প্রকৃত হয় মন বাসনামুক্ত হ'লে॥
মনের মালিন্য ত্যাগই হয় স্নান প্রকৃত।
তিনিই যথার্থ শুচি যাঁর ইন্দ্রিয় সংযত॥৫॥

অহঙ্কার রূপ বিষ্ঠা ও মূত্র মমকার।
জীবে করিয়া রাখে অশুচি অনাচার॥
ইহাদের ত্যাগেতেই শুদ্ধ শৌচ আনে।
জলে বা মাটীতে লৌকিক শৌচ বাখানে॥৬॥

তিনিই মুক্ত যাঁর চিত্তে নাহিক সংশয়।
সংশয় থাকিতে কভু মুক্তি নাহি হয়॥৭॥

যতদিন আসক্তি না ছুটে মন হ'তে।
ততদিন উচিত হয় সংসারে থাকিতে॥
সন্ন্যাস লইল যেবা আসক্তি থাকিতে।
সেই দ্বিজাধমকে হবে নরকে যাইতে॥৮॥

বিষভয়ে উদ্বিগ্ন জনগণের ন্যায়।
সম্মানেতে ব্রাহ্মণ ভীত হন অতিশয়॥
অপমান অমৃত বলি জ্ঞান যাঁর হয়।
তিনিই প্রকৃত বিপ্র জানিবে নিশ্চয়॥৯॥
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মহর্ষির উক্তি।
প্রতিষ্ঠা ত্যজিয়া ভ্রমেন কীটবৎ যতি॥১০॥

জীবমাত্রে অভয় দিয়া বিচরেণ যিনি।
প্রাণিমাত্রের ভয় হতে সদামুক্ত তিনি ॥১১॥
যে সকল শাস্ত্রে না হয় পরমার্থ প্রাপ্তি।
তাহাতে কভু তব যেন না হয় আসক্তি॥
তর্ক মধ্যে কভু কোন পক্ষ নাহি ধর।
তিরস্কার কর্কশবাক্য সদা পরিহর॥
নাহি কর কোন জীবিকার অবলম্বন।
হিত কথা কয়টী সদা রাখিও স্মরণ ॥১২॥
বিনা জিজ্ঞাসায় কাহাকেও কিছু না বলিবে।
অন্যায় প্রশ্নেরও কভু উত্তর না দিবে॥
সর্ব্ব বিষয় জ্ঞাত হইয়াও বুদ্ধিমান।
সংসারে থাকেন তিনি জড়ের সমান ॥১৩॥
মায়াতেই দেহে বর্ণাশ্রমের কল্পনা।
জ্ঞানরূপী আত্মাকে তাহা স্পর্শ করেনা॥
বেদান্তের শিক্ষায় যিনি ইহা জ্ঞাত হন।
অতিবর্ণাশ্রমী তাঁরে বলেন বুধগণ ॥১৪॥
ধেনুদেহের বর্ণ কভু একরূপ নয়।
তাহাদের দুগ্ধ কিন্তু শ্বেতবর্ণই হয়॥
সংসারী জীব নানা দেখে চারিদিকে।
ব্রহ্মাকেই দেখেন জ্ঞানী নানা মূর্ত্তিতে ॥১৫॥

নিজের মত যাঁর দৃষ্টি হয় সর্ব্বজীবে।
মাটীর ঢেলা বলি যাঁর জ্ঞান পরদ্রব্যে ॥
স্বভাবতঃ এই মতি যে পুরুষের হয়।
তাঁহাকেই জ্ঞানী বলি জানিবে নিশ্চয় ॥১৬॥
পোড়া বস্তু আর যেমন পোড়ান না যায়।
পাক করা দ্রব্য যেমন পাক নাহি হয় ॥
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয় কলেবর যাঁর।
শ্রাদ্ধ নাই ক্রিয়া নাই কিছু নাই তাঁর ॥১৭॥
সূচনাই করে বলি যজ্ঞোপবীতেরে।
জ্ঞানিগণ সূত্র আখ্যা দিয়াছেন তারে ॥
সূত্র শব্দে বুঝিতে হয় পরম পদ।
এই সূত্র জানিলে হন বেদপারগ ॥১৮॥
অগ্নিশিখাসম জ্ঞানময়ী শিখা যাঁর।
বুধমধ্যে শিখী বলি পরিচয় তাঁর ॥
জ্ঞান নাই কিন্তু শিখা শোভে যার শিরে।
কেশধারী বলি তাদের সকলে বিচারে ॥১৯॥
আলোকেই বস্তুমাত্র প্রকাশিত হয়।
অন্ধকারে কোন কিছু দেখা নাহি যায় ॥
জ্ঞান প্রকাশ করে তাই বিদ্যাই দিবা।
জ্ঞানে বাধা দেয় বলে অবিদ্যাই নিশা ॥
বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদের নাম দিবা নিদ্রা

উপ শব্দটী প্রয়োগে সমীপ বুঝায়।
পরমাত্মা সমীপে বাস উপবাস হয়॥
হরিপদে জীবের রতি উপবাস কহে।
দেহ শোষণে প্রকৃত উপবাস নহে॥২১॥
বল্মীকে আঘাত দিলে ভেঙ্গে চুরে যায়।
তন্মধ্যে স্থিত সর্পের কিছু নাহি হয়॥
দেহাভিমান সর্পের দেহমধ্যে বাস।
দেহের দুঃখে না হয় অভিমানের নাশ॥২২॥
সামান্য বিষেতে জীব এক জন্মে মরে।
বিষয়-বিষ শত শত জন্ম নাশ করে॥২৩॥
দুঃখের আলয় সংসার ক'ন জ্ঞানিগণ।
এখানে সুখের আশা কর কি কারণ॥২৪॥
অস্থিতে মাংসেতে আর চর্ম্মেতে শোণিতে।
আত্মাতেও জাতিভেদ নাই কোন মতে॥
ব্যবহার অনুসারে জাতির বিচার।
উপনিষদের কথা জেনো মনে সার॥২৫॥
অখাদ্য ত্যজিলে হয় বিশুদ্ধ হৃদয়।
শুদ্ধদ্রব্য ভোজনেতে চিত্তশুদ্ধি হয়॥
চিত্তশুদ্ধি হ'তে হয় জ্ঞান উৎপন্ন।
তাহা হইতে পাপের গ্রন্থি হয় ছিন্ন॥২৬॥
মনেতে করায় জীবের মোক্ষ ও বন্ধন।
মুক্তি ও বন্ধন উভয়ের মনই কারণ॥

বিষয়াসক্ত মন বন্ধন ঘটায়।
বাসনা হইতে মুক্ত মন মোক্ষ করায় ॥২৭॥
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মনই কারণ।
মনুষ্যের মহারিপু হয় সেই মন ॥
মনেতেই হয় জীবের সংসার বন্ধন।
মনই জানিবে ত্রিজগতের কারণ ॥২৮॥
ধনে শ্রেষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ বা বিদ্যাশ্রেষ্ঠ নর।
জ্ঞানবৃদ্ধের তাঁহারা কিঙ্করের কিঙ্কর ॥২৯॥
বৃক্ষগণ মৃগগণ আর পক্ষিগণ।
নরবৎ ইহারাও করে জীবনধারণ ॥
যাঁর মন হরিপদে হইল মগন।
কেবল তাঁহারই হয় সার্থক জীবন ॥৩০॥
জন্ম মৃত্যু চক্রে পড়ে আছে জীবগণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নরক তাহে ভ্রমে অগণন ॥
তাঁহারই হয় কেবল সার্থক জীবন।
সংসারে আসিতে আর না হয় কখন।
জরঠগর্দ্দভবৎ ব্যর্থ অন্যের জীবন ॥৩১॥
ইচ্ছা ও দ্বেষ হ'তে সুখ দুঃখ জনময়।
তাহা হ'তে জনগণের মোহ উপজয় ॥
মোহের বশেতে জীব বড় দুঃখ পায়।
কীটবৎ ধরার গর্ত্তেতে হাবুডুবু খায় ॥৩২॥

অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া কাটে বাল্যকাল।
স্ত্রীজিত হইয়া তার যায় যৌবনকাল॥
পুত্রাদির পোষণেতে শেষ জীবন যায়।
আয়ুশেষে নরাধম করে হায় হায় ॥৩৩॥
তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে তাপিত অন্তরে।
চারিদিকে আগুনের জ্বালা বোধ করে॥
যেরূপ অনুভব জীবের হয় ভিতরেতে।
সেইমত ভাব তার হয় বাহিরেতে ॥৩৪॥
সূর্য্যকিরণ হ'তে হয় মেঘের জনম।
মেঘেতেই ঢেকে ফেলে সূর্য্যের বদন॥
কোন প্রকারেতে যদি মেঘ যায় সরে।
সূর্য্যের প্রকাশ হয় অতীব সত্বরে॥
মানবাত্মার উপাধি হয় অহঙ্কার।
অহঙ্কারেই ঘটায় মনের বিকার॥
জিজ্ঞাসার ফলে অহঙ্কার দূর হলে।
মতি হয় জীবের হরিচরণকমলে ॥৩৫॥
পরমান্নের পাত্রে হাতা ডুবে সদা রয়।
চেতনা নাই ব'লে হাতা স্বাদ নাহি পায়॥
তেমতি সকল শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
দর্প হেতু চেতনা তার হইয়া কুণ্ঠিত।
তত্ত্বজ্ঞান লাভে হয় একান্ত বঞ্চিত ॥৩৬॥

শাস্ত্রজ্ঞান ভার লাগে অবিবেকী জনের।
তত্ত্বজ্ঞান ভার লাগে বিষয়ে আসক্তের।
মনে যার অশান্তি তার ভার লাগে মন॥
আত্মজ্ঞানীর ভার হয় দেহের ধারণ।
কাজে নাহি লাগে, বোঝা বহা অকারণ॥৩৭॥

স্বপ্রকাশ আনন্দঘন হরিকৃপাময়।
মূঢ়জন তাঁরে কভু দেখিতে না পায়।
দিনেও পেচক যথা দৃষ্টিহীন হয়॥
মেঘাবৃত সূর্য্য নাই মনে হয় যেমন।
দেহাভিমানে মুগ্ধ, বলে নাই নারায়ণ॥৩৮-৩৯॥

জ্যোতির্ম্ময় রবিকে যথা অন্ধ নাহি দেখে।
ভাগ্যহীন নাহি হেরে জ্ঞানময় গুরুকে॥৪০॥

অনুভব বিনা তত্ত্বজ্ঞান নাহি হয়।
সহজ দৃষ্টান্তে তাহা বুঝা ভাল যায়॥
আমগাছ থাকে যদি পুষ্করিণী তটে।
জলমধ্যে আম্রফলের প্রতিবিম্ব ঘটে॥
প্রতিবিম্বে আমের স্বাদ কোথায় পাইবে।
অনুভব বিনা তেমতি জ্ঞান না হইবে॥৪১॥

—০—

১৫। বাসুদেবগীতম্।

জন্ম নাই মৃত্যু নাই পুর্নজন্ম নাই।
দেহের নাশেও দেহী থাকে সর্ব্বদাই ॥
অজাত শাশ্বত নিত্য চির পুরাতন।
এই সবগুলি হয় আত্মার লক্ষণ ॥১॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নববস্ত্র পরে।
জীর্ণদেহ ত্যজি আত্মা অন্য দেহে ধর ॥২॥
কর্ম্মে তব অধিকার নাই ফলে তার।
কর্ম্মে আসক্তি ত্যজি কর আশা পরিহার ॥৩॥
প্রকৃতি আপন কর্ম্ম করে নিজগুণে।
অহঙ্কারী আপনাকে কর্ত্তা বলি মানে ॥৪॥
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম আছে অকর্ম্মেও মর্ম্ম।
ইহা বুঝিলে বুঝা যায় কর্ম্মের মর্ম্ম ॥
মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান্ শ্রেষ্ঠ যোগী যিনি।
সর্ব্বকর্ম্ম শেষ করি ব্রহ্মে স্থিত তিনি ॥৫॥
অর্পণ হবিঃ ও হোতা হোম হুতাশন।
সবই ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মগতি প্রাপ্তি হন ॥৬॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সহিত সেবায়।
জ্ঞানি-গুরু তুষ্ট হ'লে জ্ঞানলাভ হয় ॥৭॥

আত্মোন্নতি হেতু যত্ন করাই বিহিত।
অধোগামী হ'য়ে যাওয়া অতীব গর্হিত ॥
মানব নিজেই হয় মিত্র আপনার।
নিজেই নিজের শত্রু হয় সে আবার ॥৮॥
নিজেই নিজের বন্ধু জিতেন্দ্রিয় যিনি।
চিত্ত যার অসংযত নিজ শত্রু তিনি ॥৯॥
আমাকে সর্ব্বত্রদর্শী আমাতে সংসার।
তিনি মোর দৃশ্য হন আমিও যে তাঁর ॥১০॥
শত শত নরমধ্যে ক্বচিৎ সিদ্ধি চায়।
সিদ্ধগণ মধ্যে ক্বচিৎ আমাকেই চায় ॥১১॥
মায়া মম গুণময়ী অতীব দুস্তর।
আমাতে প্রপন্ন জন মায়া তরেণ সত্বর ॥১২॥
মায়ামূঢ় আসুরিক নরাধম জন।
মহাপাপী নাহি লয় আমার শরণ ॥১৩॥
হে পার্থ সুকৃতীজন হন চতুর্ব্বিধ।
জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানী আর যিনি আর্ত্ত ॥১৪॥
জ্ঞানীই তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন।
আমি তাঁর প্রিয় তিনি মোর প্রিয় জন ॥১৫॥
বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানী লয় মোর শরণ।
আমাতেই মন যাঁর দুর্ল্লভ সে জন ॥১৬॥
তাঁহারাই সাধু যাঁদের সর্ব্ব পাপ গত।
আমার ভজনে তাঁরা হন দৃঢ় ব্রত ॥১৭॥

যে ভাব স্মরিয়া জীব ত্যজে কলেবর।
সেই ভাব পায় জীব মরণের পর. ১৮॥

সর্ব্বদা অনন্য মনে স্মরে যে আমায়।
সেই নিত্য যোগী মোরে সহজেই পায় ॥১৯॥

সতত আমাতে যুক্ত সদাশয়গণ.।
নিরন্তর করে মোর মহিমা কীর্ত্তন ॥

অতি যত্নে প্রণময় অতি ভক্তিভরে।
দৃঢ়ব্রত হয় মোরে লভিবার তরে ॥২০॥

আমি জ্ঞেয় বেদত্রয় পবিত্র ওঙ্কার।
পিতামহ মাতাধাতা জনক সবার॥

গতি ভর্ত্তা সাক্ষী প্রভু নিবাস নিধান।
সুহৃৎ শরণ বীজ সৃষ্টি লয় স্থান ॥২১-২২॥

অনন্য হইয়া মোরে যাঁরা করেন ভজন।
তাঁদের তরে যোগক্ষেম করি যে বহন ॥২৩॥

হোম দান তপঃ কর্ম্ম অথবা ভোজন।
হে কৌন্তেয় আমাতেই কর সমর্পণ ॥২৪॥

চরম পাপিষ্ঠও যদি পাপ পরিহরে।
একনিষ্ঠ হ'য়ে আমার ভজন সে করে ॥

সাধুকে নিয়োজিত সদা তার মন।
সাধু বলি গণ্য হ'ন তাহার কারণ ॥২৫॥

শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়ে চিরশান্তি পান।
মোর ভক্ত জানিও পার্থ বিনষ্ট না হন ॥২৬॥
আমাগত চিত্ত যাঁর আমাগত প্রাণ।
আমার প্রসঙ্গে তাঁরা মহাতৃপ্তি পান ॥২৭॥
প্রসঙ্গেতে পরস্পর মোর কথা ক'ন।
নিত্যযুক্ত হ'য়ে পরম আনন্দিত হন ॥
সেই সব নিত্যযুক্ত মম ভক্তগণে।
হেন বুদ্ধি দিই যাতে পায় মোরে জ্ঞানে ॥২৮॥
সর্ব্বহৃদিস্থিত ব্রহ্ম আপন মায়ায়।
ঘুরাচ্ছেন সর্ব্বজীবে যাঁতার প্রায় ॥২৯॥
তাঁহারই শরণ লহ সর্ব্বভাবেতে।
তাঁহারই প্রসাদে মোক্ষ নিত্যধাম পাবে ॥৩০
আমাতেই ভক্তি রাখ আমাতেই মতি।
আমাকেই পূজা কর আমারে প্রণতি।
তাহ'লেই পাবে মোরে বলিতেছি সত্য।
অতিপ্রিয় তুমি তাই বলিতেছি এ তথ্য ॥৩১॥
দেহেন্দ্রিয় ধর্ম্ম সব করিয়া বর্জ্জন।
লহ তুমি একবার আমারই শরণ
আমিই নাশিব তব সর্ব্ববিধ পাপ।
নাহি কর কিছুমাত্র শোক-দুঃখ-তাপ ॥৩২॥

১৬। আচার মাহাত্ম্য।

আচারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তপ, জ্ঞান।
আচারই হয় জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥১॥
গ্রাসের অর্দ্ধেক দিলে নিজ খাদ্য হ'তে।
সুমহৎফল দাতা লভেন তাহাতে।
ইচ্ছামত বৈভব না হয় নিশ্চিতে ॥২।
একাদশী তিথিতে বৈষ্ণব ভক্তজন।
নাহি করেন কদাপি অন্নাদি ভোজন ॥
মহাপাতক বলি তাহা করেন গণন।
পিতৃবধতুল্য পাপ আর মাতৃগমন ॥৩॥
অনিবেদিত অন্নজল বিষ্ঠা-মূত্র সম।
বৈষ্ণব করেন কেবল নৈবেদ্য ভোজন ॥৪॥
হরিকথা না শুনিয়া যে করে ভোজন।
পাপভোজী সেইজন বলেন জ্ঞানিগণ ॥৫॥
হরিপূজা ত্যজি যেবা অন্য কর্ম্মে মাতে।
কামধেনু ত্যজি রত আকন্দ রসেতে ॥৬॥
ভারতে জন্ম পেয়েও যে সৎকর্ম্মে বিমুখ।
সুধা ত্যজি হয় বিষপানেতে উন্মুখ ॥৭॥

অন্য দেশে বৃথা জন্ম গতায়াত কেবল।
ভারতে ক্ষণেক জন্ম মহাপুণ্যের ফল ॥৮॥

অতীব সার্থক জন্ম ধন্য সে জীবন।
কায়মনোবাক্যে হইলে হরির সেবন ॥৯॥

নরদেহ সম্পত্তি হয় অতীব বিচিত্র।
হরি সেবার যোগ্য করি ব্রহ্মার নির্ম্মিত ॥১০॥
সদাই আকুল জীব সুখের চেষ্টায়।
যেখানে প্রকৃত সুখ তাহা নাহি চায় ॥১১॥
হিতাহিত চিন্তা নাই ইহ পরকালে।
লালসার কুয়াশায় তাদের দৃষ্টি হরে॥
আয়ুঃশেষ হতেছে যে তাহা ভাবে না।
অবশেষে ভুগিতে হয় কতই যাতনা॥
অগণিত যোগী মুনি শত শত জন।
মায়ার ফাঁসেতে তাঁরা নিত্য বদ্ধ হন ॥১৩॥
পরকে বুদ্ধি দিতে অনেকেই তৎপর।
ভগবানের বশ ভক্ত মেলাই দুষ্কর ॥১৪॥
আপনার খুসী মত যেই জন চলে।
নিষিদ্ধ সকলই সে করণীয় বলে॥
অকার্য্যকে কার্য্যভাবে অখাদ্যকে খাদ্য।
সুগমকে সুদুর্গম অসাধ্যকে সাধ্য ॥১৫॥

মনকে মুগ্ধ করে অহঙ্কার অভিমান।
এ দুটী দূর হলে তবে হয় তত্ত্ব জ্ঞান॥
তৃণ চেয়ে নীচু বলি ভাবেন নিজেরে।
গাছের মত সহ্য করেন অকাতরে॥
মান না চাহিয়া দেন অপরে সম্মান।
যোগ্য তিনি করিতে হরিগুণ গান॥১৭॥

ভোগ বিনা শত জন্মেও নাহি কর্ম্মক্ষয়।
অবশ্য ভুগিতে হবে নাহিক সংশয়॥
বহু পাপ অল্প হয় কেবল ভক্তিতে।
অভক্তিতে ফল কিন্তু হয় বিপরীতে॥১৮॥

অপরের নিন্দা তুমি কভু না করিবে।
ভগবদ্ বিরোধীকে কিন্তু কভু না ছাড়িবে॥
ব্যর্থ কর্ম্মেতে কাল না কর ক্ষেপণ।
ভগবৎ সেবায় কর সার্থক জীবন॥১৯॥

গৃহমধ্যে বনমধ্যে অথবা জলেতে।
অগ্নি ও শত্রুর ভয়ে অথবা পর্ব্বতে॥
সর্ব্বদাই রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র তিনি।
মাতৃগর্ভ মধ্যে রক্ষা করেছেন যিনি॥২০॥

বিরাজেন যেথায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
গদা হস্তে আছেন ভীমসেন মহাবীর॥

গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় যেথা উপস্থিত।
সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ যাদের করিছেন হিত॥
এ হেন পাণ্ডবগণের বিপদ কিসে হয়।
শ্রীহরির মায়া কিছু বুঝা নাহি যায়॥২১॥
নিজ ধন চোরকে না দেখান সুধীজন।
তেমতি অভক্ত জনে জ্ঞানী ভক্তগণ।
কভু না দেখান হৃদিস্থ ভক্তি মহাধন॥২২॥
প্রাতঃকালেতে যে অন্ন পাক করা হয়।
সায়ংকালেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়॥
সেই অন্নের রসেতে পুষ্ট যেই দেহ।
সেই দেহ চিরস্থায়ী কিসে ভাবে কেহ॥২৩॥
সে বিষয়ে চিন্তন আর তাহারই কথন।
পরস্পরে মিলিয়া তাহারই আলোচন॥
শেষে একান্তে তাহারই অনন্য চিন্তন।
ইহাকেই অভ্যাস বলেন সুধীজন॥২৪॥
সুখ চেষ্টায় নানাদিকে করিয়া ভ্রমণ।
শ্রান্ত পক্ষী সন্ধ্যায় নীড়ে আগমন॥
আমিও তেমতি ক্লান্ত হই সংসারে।
তব পাদপদ্মে আশ্রয় লই প্রাণভরে॥২৫—২৬॥
নিজ নাভির সুগন্ধেতে হইয়া উন্মত্ত।
বনে বনে খুঁজে মৃগ হই চকিত॥

তেমতি ত্যজিয়া তোমা ভকতবৎসল।
ভবারণ্যে বৃথা ঘুরে মরি যে কেবল ॥২৭-২৮॥
ব্রজনাথ রমানাথ আর্ত্তিনাশন হরি।
দুঃখে মগ্ন গোকুলে উদ্ধর কৃপা করি ॥২৯॥
তুমি মম প্রাণপতি তুমিই জীবন।
তুমি বিনা অন্যে কভু না করি স্মরণ।
বাক্যতেই অন্য নাম না করি উচ্চারণ ॥৩০॥

১৭। প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ।

কলিতে পাষণ্ড সঙ্গে অনেকে মিশিয়া।
হইবে বিকল-চিত্ত মদেতে মাতিয়া॥
ত্রৈলোক্যনাথ অচ্যুতের শ্রীপদ বন্দনা।
কভু নাহি করিবে পাপিষ্ঠ কোন জনা ॥১॥
কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ কর্ম্ম দ্বারা নাহি হয়।
অবিদ্যা-দূষিত বলি না হয় কর্ম্মক্ষয় ॥২॥
হরিভক্তিহীন যদি প্রায়শ্চিত্ত করে।
নারায়ণ বিমুখ জন ব্রত যে আচরে॥
সবই বৃথা তাহে না যায় পাপের রাশি।
নদীতেও কি শুদ্ধ হয় সুরার কলসী।

শ্রীকৃষ্ণ চরণে বারেক লয় যে শরণ।
প্রেমে মত্ত হ'য়ে নাম করে সঙ্কীর্ত্তন॥
মহাপাতকী যদি হয় সেই সব জন।
স্বপ্নেও না হয় তাহার যম দরশন॥৩-৪॥
প্রায়শ্চিত্ত সম্যক্ হ'লেও আচরিত।
অসৎ পথেতে মন হইলে ধাবিত॥
মূল সহ কর্ম্ম যদি করিবে ছেদন।
সাধুসঙ্গে কর শ্রীহরির গুণের কীর্ত্তন॥৫॥
হরিভক্তি হয় যাহে সেই পরম ধর্ম্ম।
শ্রীহরি তুষ্ট যাহে তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম॥৬॥
বাসুদেবে ভকতি বৈরাগ্য আনি দেয়।
অহৈতুক জ্ঞানলাভ হয় নিঃসংশয়॥৭॥
বৃথা তার অনুষ্ঠান বৃথা ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
কৃষ্ণে মতি না হইলে সবই পণ্ডশ্রম॥৮॥
অতএব শুন শুন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর সম্যক্ অনুষ্ঠান॥
তাহাতে যদি শ্রীহরির সন্তোষ মিলিল।
তবেই ধর্ম্মকর্ম্ম যত সার্থক হইল॥৯॥
তাই বলি অনুক্ষণ হরিগুণ গাও।
অনায়াসে ভবসিন্ধু পারে চলি যাও॥১০॥

পুণ্যতীর্থে আগ্রহেতে করিলে গমন।
সাধু ভক্তের তথায় পাইবে দরশন॥
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকথা শুনিতে শুনিতে।
বাসুদেব-লীলাকথায় রুচি জনমিবে॥১১॥

নিত্য ভক্তসেবায় অমঙ্গল দূরে যায়।
ভগবৎপদে তবে নৈষ্ঠিক ভক্তি পায়॥১২॥

সরল স্বভাব যাঁরা অনন্যশরণ।
সুখেতে ভজেন তাঁরা প্রভু নারায়ণ॥
কেননা সেবিবে তাঁরে কৃতজ্ঞ যে জন।
অসাধুর কাছে তিনি দুরারাধ্য হন॥১৩॥

লাভ করি অনন্তের অপার করুণা।
মনে প্রাণে অকপটে করেন ভজনা॥
তাঁরই দুস্তর মায়া পারেন তরিবারে।
শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য এ ছার শরীরে॥১৪॥

হরিচরণ ত্যজি অন্য দেবে সেবা করি।
যে তরিতে চায় এই দুরন্ত ভববারি॥
কুকুরের পুচ্ছ ধরি সেই মূঢ় অতি।
দুষ্পার সাগর পারে যেতে করে মতি॥১৫॥

চক্রপাণি জগৎপতির মহিমা অপার।
বোধগম্য হতে পারে হেন সাধ্য কার॥

অকপটে একমনে যিনি অনুক্ষণ।
অনুকূলে শ্রীপাদপদ্ম করেন ভজন ॥
তাঁর প্রতি কৃপা করি শ্রীমধুসূদন।
অবহেলে করেন তাঁর মোহ নিরসন ॥১৬॥

সাধুমুখে হরিগুণ করিয়া শ্রবণ।
অনুক্ষণ যিনি করেন তাঁহার কীর্ত্তন ॥
দুশ্ছেদ্য কর্ম্মের পাশ ছিন্ন হয় তাঁর।
অপরের কেবলমাত্র বৃথা শ্রম সার ॥১৭॥

বেদ প্রতিপাদ্য কৃষ্ণ বাসুদেব হন।
যজ্ঞাদিতে তাঁহারই হয় আরাধন ॥
বাসুদেবে চাহি যোগী করেন সাধন।
সকল ক্রিয়ায় হয় তাঁহারই পূজন।১৮।

বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বাসুদেবই তপঃ।
বাসুদেবই পরা গতি বাসুদেবই ধর্ম্ম ॥১৯॥

পুণ্যযশ মুরারির শ্রীচরণ তরি।
সাধুসজ্জন যাহা সেবেন ভক্তি করি ॥
সম্যক্ আশ্রয় তাহা হইল যাঁহার।
তাঁর কাছে বৎসপদ ভবপারাবার ॥২০॥

১৮। পরমতত্ত্ব কথন।

ভবনদী তরিবারে হয় নরদেহ।
কর্ণধাররূপে গুরু বিশেষ জানহ॥
শ্রীহরির কৃপাবায়ু বহে দিবারাতি।
তথাপি যে নাহি তরে সে ত আত্মঘাতী॥১॥
পাখী যদি বদ্ধ থাকে খাঁচার মধ্যেতে।
খাঁচাতেই আসক্ত হয়ে না চায় উড়িতে॥
জীব পাখী তেমতি থাকি দেহের খাঁচায়।
দেহ ছাড়ি বাহিরে উড়িতে নাহি চায়॥
নানা যোনি ঘুরি জীব নরজন্ম পায়।
মুক্তিদ্বার অবারিত তার পক্ষে হয়॥
তথাপি পাখীর মত দেহের আসক্তিতে।
দেহ ছাড়ি যেতে নাহি চায় বৈকুণ্ঠেতে॥
বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে করি আরোহণ।
চ্যুত হয় তথা হতে কহেন জ্ঞানিগণ॥২॥
হেরিবে নয়নে তুমি সংসার যখন।
কালসর্পগ্রস্ত ইহা ভাব অনুক্ষণ॥
ঐহিক সুখ হতে তবে বিরত হইবে।
নিজেকে করিতে রক্ষা তখনই পারিবে।৩॥

অজিত ইন্দ্রিয় যারা অতি অভাজন।
মুগ্ধ হয় পেয়ে তারা কামিনী কাঞ্চন ॥
অনলে পতঙ্গ প্রায় পুড়ে লোভবশে।
তেমনি এ সব লোক নরকে পরশে ॥৪॥

এ ভব সংসারে যারা তত্ত্বজ্ঞানী নয়।
কর্ম্মেই মঙ্গল ভাবি তারা মুগ্ধ হয় ॥
অর্থলোভে কামনা করিয়া প্রাণী বধে।
বিষয়মদেতে মত্ত সদা সুখ সাধে ॥

শেষ যে মহাদুঃখ তারা না দেখে নয়নে।
সর্ব্বদা আসক্ত চিত্ত অর্থ উপার্জ্জনে ॥
সখা উদ্ধব-কৃত প্রশ্নের উত্তরে।
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে অতি স্নেহভরে ॥৫

ভৃঙ্গ যথা নানা ফুল হতে মধু লয়।
নানা শাস্ত্র হতে সার করহ সঞ্চয় ॥৬॥
যাহা তব ইষ্টতম ও অতিপ্রিয় যাহা।
অনন্ত হইবে মোরে নিবেদিলে তাহা ৭॥
সাধুসঙ্গ বিনা প্রায় ভক্তি নাহি হয়।
সাধুদের আমি হই পরম আশ্রয় ॥৮॥

মৎপর পুরুষ আমাতে যোগ করি মন।
বুদ্ধিতে সঙ্কল্প করেন যখন যেমন ॥

সত্যাত্মক মম সহ সংযোগের ফলে।
সাফল্য লাভ করিবেন তিনি অবহেলে ॥৯॥

বাক্য মন প্রাণেন্দ্রিয় করহ দমন।
পরমাত্মায় নিজ আত্মা কর নিবেদন॥
এরূপ প্রযত্ন যদি কর মানসেতে।
আর না চলিতে হবে সংসার মার্গেতে ॥১০॥

যাহাতে আমার প্রতি ভক্তির উদ্ভব।
তাহাকেই ধর্ম্ম বলি জানিও উদ্ধব॥
জীবমাত্র শ্রীহরির মূর্ত্তি বলি জ্ঞান।
সম্যক্ জ্ঞানের হয় ইহাই প্রমাণ॥

হরিকৃপায় এই জ্ঞান হইলে অক্ষুণ্ণ।
তত্ত্বজ্ঞানী বলি তিনি হইবেন গণ্য॥
সংসারে আসক্তি ত্যাগ তাহাই বৈরাগ্য।
অণিমাদি সিদ্ধি হয় যোগীর ঐশ্বর্য্য ॥১১॥

আপন অধিকারে নিষ্ঠাকেই গুণ কহে।
ইহার বিপরীতকে দোষ বলি ধরে
জীবের আসক্তি পাশ করিতে ছেদন।
গুণ ও দোষ ভেদ হয় নিরূপণ॥
মলিন কর্ম্ম হ'তে জীবকে করি সঙ্কোচন।
প্রবৃত্তি হ'তে নিবৃত্তিতে করে নিয়োজন॥১২॥

দোষ বলি গুণ গণ্য হয় বিধিবলে।
দোষেতেও গুণ হয় এ মহীমণ্ডলে॥
অধিকার হয় ইহার প্রকৃত কারণ।
অধিকার-ভেদে হয় নিয়মের খণ্ডন॥১৩॥

অপরের গুণ দোষের চর্চ্চা করিলে।
স্বার্থ-ভ্রষ্ট হয় সে অসত্য ধরার ফলে॥১৪॥

যাহা বল যাহা ভাব সকলই ত মিথ্যা।
ভালমন্দ তাহার বিচার করা বৃথা॥১৫॥

পরমাত্মা হন এই বিশ্বের ঈশ্বর।
সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে সৃষ্ট হন অতঃপর॥
হর্ত্তা হ'য়ে তিনি হন নিজে অপহৃত।
রক্ষাকর্ত্তা হ'য়ে পুনঃ তিনিই রক্ষিত॥১৬॥

জ্ঞান ও বিজ্ঞানেতে নিপুণ হন যিনি।
নিন্দা বা প্রশংসায় মত্ত নাহি হন তিনি॥
সূর্য্যবৎ বিশ্বমাঝে দর্শক মাত্র হন।
নির্লিপ্ত থাকিয়া কিছুতে নাহি দেন মন॥১৭॥

ভানুর উদয়ে বটে তমঃ যায় দূরে।
কিন্তু যাহা নাই তাহা দেখাইতে নারে॥
তেমতি ভগবৎ তত্ত্বের জ্ঞান সম্যক্ হইলে।
মনের আঁধার তাঁর দূরে যায় চলে॥১৮॥

সর্ব্বজীবে হরি আছেন ভাবিতে ভাবিতে।
ভগবদ্‌ভাব তাঁহার হয় যে নিশ্চিতে॥
স্পর্দ্ধা অসূয়া তাঁহার আর তিরস্কার।
শীঘ্র বিনষ্ট হয় মনের অহঙ্কার॥১৯॥

দূর করি লজ্জা, ভয়, মান-অভিমান।
চণ্ডালে কুকুরে গাধায় করহ প্রণাম॥২০॥

আমারে দেখিতে সর্ব্বভূতে বিরাজিত।
কায়মনোবাক্যে চেষ্টা সদাই উচিত॥

এইমত সমীচীন সকল কল্পেতে।
সর্ব্বোত্তম বলি ইহা জানিও নিশ্চিতে॥২১॥

শ্রীভগবান্‌ই কেবলই সত্য ও নিত্য।
ভোগ্যবস্তু আর দেহ মিথ্যা ও অনিত্য॥
ইহা ভাবি ত্যজিলে আসক্তি ও অভিমান।
তিনিই এ জগতে হন প্রকৃত বুদ্ধিমান্॥
মিথ্যা মর্ত্ত্যদেহে যাঁর এই জ্ঞান হয়।
অমৃতময় মোরে তিনি লভেন নিশ্চয় ২২॥

১৭। মায়া-নিরসন।

নরদেহে জিহ্বা লাভ করিয়া যে জন।
কীর্ত্তনীয় হরিগুণ না করে কীর্ত্তন॥
সহজে পাইয়া সেই মুক্তির সোপান।
দুষ্ট বুদ্ধির বশে নাহি করে আরোহণ॥১॥
বুদ্ধি তপ যজ্ঞ সদুক্তি শাস্ত্র শ্রবণ।
সবার শ্রেষ্ঠ ফল হরিগুণানুকীর্ত্তন ২॥
ত্রিবিধ তাপের হয় নিশ্চিত নাশন।
পরব্রহ্মে যদি কর কর্ম্ম সমর্পণ॥৩॥
যাহাতে করায় দেহে রোগের উৎপত্তি।
চিকিৎসিত হলে তাহে হয় রোগ-নিবৃত্তি॥৪॥
স্বয়ং ভগবানের প্রণীত হয় ধর্ম্ম।
কেহ নাহি বুঝে তার কি প্রকৃত মর্ম্ম॥
জ্ঞাত নহেন দেব ঋষি সিদ্ধ বিদ্যাধর।
মনুষ্যের কথা নাই এঁদের উপর॥৫॥
শ্রীহরির গুণ নাম কীর্ত্তন ভক্তিভরে।
নরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলি খ্যাত চরাচরে॥৬॥
মোক্ষের হেতু হয় সাধুর সঙ্গতি।
সঙ্গগুণে জন্মে সৎকথা শ্রবণেতে রতি॥

আগ্রহে সাধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে।
শ্রীরামের পদে ভক্তি হয় অচিরেতে ॥৭॥

নৃজন্ম দুর্ল ভ সৎসঙ্গ ততোধিক হয়।
সাধুমুখে হরিকথায় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যোদয় ॥৮॥

পরমাত্মা তব মায়ায় মুগ্ধ জনগণ।
তত্ত্বজ্ঞান তাদের না হয় কদাচন ॥
তব ভক্তের সেবায় মন হইলে নির্ম্মল।
তব পরম তত্ত্ব হয় প্রকাশ কেবল ॥৯॥

দুঃখীর একমাত্র তুমিই দুঃখহর।
জীব দুঃখ দিতে আবার তুমিই তৎপর ॥
জীবে যদি নাহি লয় তোমার শরণ।
তাহার দুঃখের হও তুমিই কারণ ॥১০॥

তোমার শ্রীচরণে নিরত ভক্তগণ।
ধর্ম্মরূপ অমৃত তাঁরা করেন বর্ষণ ॥
তাঁরাই প্রকৃত হন ভুবন-পাবন।
অবশ্যই করেন নিজ কুল উদ্ধারণ ॥১১॥
ধন মান কুল বিদ্যার মদে মত্ত যারা।
তব নাম উচ্চারিতে নাহি পারে তারা ॥
হরিকৃপাই একমাত্র কারণ সবার।
নিজের কিছুই নহে এই মন যাঁর ॥

তাঁহারেই অকিঞ্চন কহেন জ্ঞানিগণে।
অকিঞ্চনের ঠাকুর তুমি বিদিত ভুবনে ॥১২॥
[শ্রীকৃষ্ণে কহেন কুন্তী পাণ্ডুর ললনা।
বিপন্ন না হলে জীব তোমায় ডাকে না ॥]
বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ তব দেখা পাই।
বিপদ হউক তাই কামনা সদাই ॥
না গণি সামান্য বিঘ্ন ভবের মাঝার
তব দর্শনে ঘুচে ভবদর্শন আর ॥১৩॥
বামনদেবের প্রতি বলির নিবেদন।
তব দত্ত দণ্ড প্রভু করুণার লক্ষণ ॥
পিতা মাতা বন্ধু এ দণ্ড দিতে নাহি পারে।
একমাত্র আপন তুমি জগৎ মাঝারে।
দণ্ড দিয়া কৃপা কর মুক্ত করিবারে ॥১৪॥
দেহ লয়ে কি হবে যাহা ছেড়ে যায় শেষে।
স্বজনেতে কিবা হবে তারা দস্যু-বিশেষে ॥
জায়া কেবলমাত্র ভববন্ধন কারণ।
আয়ুব্যয় যেথা হেন গৃহে কি প্রয়োজন ॥১৫॥
ভক্তিহীন যারা তব শ্রীপদকমলে।
শাস্ত্র পড়ি জ্ঞান তাদের নাই কোন কালে ॥
পিত্তঘ্ন অঞ্জন বিনা ন্যাবা রোগীজন।
শঙ্খের যে শ্বেতবর্ণ দেখে কি কখন ॥১৬

তব গুণগানে বিমুখ যেই ঋষিগণ।
সংসারে পুনঃ পুনঃ করে আগমন॥
বিষয়ে ব্যাপৃত রহে ইন্দ্রিয় দিবাকালে।
নিদ্রাভঙ্গ হয় কেবল দুশ্চিন্তার ফলে॥
প্রারব্ধ কর্ম্মবশে তারা সংসার ত্যজিয়া।
সুখ চেষ্টায় দুঃখ পায় বিশেষ করিয়া ॥১৭॥

[দেবকীর গর্ভস্থিত শিশু ভগবানে।
স্তবস্তুতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে॥]

মুক্তির চেষ্টায় যারা হে কমল নয়ন।
অতিকষ্টে করিয়া নানারূপ সাধন॥
তোমার শ্রীপাদপদ্ম অনাদর করি।
ব্যর্থ-মনোরথ হয় উচ্চ হতে পড়ি॥

কিন্তু মাধব তব অনুরক্ত ভক্তগণ।
সুপথে চলিয়া কভু ভ্রষ্ট নাহি হন॥
তোমার কৃপায় তাঁরা সুরক্ষিত হয়ে।
পদতলে বিঘ্নে দলি চলেন নির্ভয়ে ॥১৮—১৯॥

শাস্ত্র হতে তব মহিমা করিয়া শ্রবণ।
তব চরণ কমলে লন একান্ত শরণ॥
তাঁদের হৃদয়ে তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ।
কেননা তাঁহারা যে তোমার নিজজন ॥২০॥

ভারতবর্ষ হয় শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ।
বহু ভাগ্যে পায় হেথা মানব জনম ॥
স্বর্গেতে পরস্পর কহেন দেবগণ।
ভারতে নরজন্ম মহৎ কৃপার লক্ষণ॥
মুকুন্দ সেবার ভাগ্য ইঁহাদেরই হয়।
আমাদের মনেতে শুধু স্পৃহা মাত্র রয় ॥
কতই প্রসন্ন প্রভু ইঁহাদের প্রতি।
আমাদের বুঝিবার নাহিক শকতি ॥১২॥
জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি নরজন্ম লভি।
নিজেকে চিনেনা যে সে নাহি পায় শান্তি ॥২২॥
উপায়ের অতি চেষ্টাকে উপায়-বুদ্ধি বলে।
তা হতে কল্যাণ সদা রহে বহু দূরে ॥
এই বুদ্ধি সর্ব্বভাবে করিয়া বর্জ্জন।
শ্রীহরির কৃপাই মম হৌক শরণ ॥২৩॥
জীবের একান্ত আশ্রয় তব চরণকমল।
যেথায় আশ্রয় করে ঐশ্বর্য্য সকল ॥
ভক্তে কৃপা করি কর জীবের পালন।
সংসারের নাশ রক্ষার তুমিই কারণ।
ভক্তিভরে বন্দি তব যুগলচরণ ॥২৪॥

[শ্রীকৃষ্ণে কহেন উদ্ধব অতি প্রেমভরে।
মনের সংশয় মোর ঘুচাও কৃপা করে॥]
কোন্ পথে হয় জীবের পরম কল্যাণ।
নানা মুনি দেন তাহার বিভিন্ন বিধান॥
সকলই প্রধান কিংবা একটী প্রধান।
কৃপা করি কর কৃষ্ণ ইহার সমাধান ॥১॥

উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ ইহার উত্তরে।
ভিন্ন ভিন্ন মত হয় প্রকৃতি অনুসারে ॥২॥

আমার মায়ায় জীবগণ মুগ্ধ হয়।
যাহার যেমন কর্ম্ম তেমন রুচি হয় ॥৩॥

ত্যাগ ধর্ম্ম সাংখ্যযোগ তপ ও স্বাধ্যায়।
কোন মতেই আমাকে নাহি পাওয়া যায়॥
একান্ত ভক্তিই উদ্ধব আমারে মিলায় ॥৪॥

উত্তম উপায় হয় শ্রদ্ধা ও ভকতি।
তাই আমি সাধুজনের প্রিয় হই অতি॥
ভক্তিগুণে চণ্ডালও হয় পরম পবিত্র।
পাপ ঘুচি হয় তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্র ॥৫॥

ভক্তিতেই পবিত্র হয় মানব হৃদয়।
রোমাঞ্চ অশ্রু বিনা চিত্ত কিসে শুদ্ধ হয় ॥৬॥
কণ্ঠ যাঁর বাষ্পরুদ্ধ দ্রবীভূত চিত্ত।
হাসেন কাঁদেন গান করেন কভু নৃত্য
লজ্জা ভয় নিন্দা যশ লক্ষ্য নাহি তাঁর।
মম ভক্ত পবিত্র করেন জগৎ সংসার ॥৭॥
মম পুণ্য গাথা আদি শ্রবণে কীর্ত্তনে।
আত্মার মালিন্য যত ঘুচে দিনে দিনে ॥
সূক্ষ্ম বিষয়ের হয় অনুভূতি তখন।
চক্ষু যথা স্পষ্ট দেখে লাগালে অঞ্জন ॥৮॥
ঔদরিক ও লম্পট সঙ্গ কভু না করিবে।
অন্ধচালিত অন্ধবৎ নরকে পড়িবে ॥৯
দুষ্টেরে ত্যজিয়া তুমি সাধুসঙ্গ কর।
সাধুকৃপায় আসক্তি যত ঘুচিবে সত্বর ॥১০॥
সৎসঙ্গে নিত্য হয় মম লীলার প্রসঙ্গ।
শ্রদ্ধায় শুনিলে ঘুচে পাপের তরঙ্গ ॥১১।
যারা সেই কথা শুনে আর গান করে।
অনুমোদন করে যারা শ্রদ্ধায় আদরে।
তাহাদের ভক্তি হয় শীঘ্র আমা পরে ॥১২॥
সূর্য্য উঠিলে শীত তমঃ ভয় যায়।
এইরূপ তিনটী ঘুচে সাধুর সেবায় ॥

মনের জাড্যের শীত আর ভবভয়।
অজ্ঞানের তমঃ যায় সাধুর কৃপায় ॥১৩॥
জলমগ্ন ব্যক্তির নৌকাই আশ্রয় দাতা।
ভবার্ণবে মগ্ন জনের সাধু ভয়ত্রাতা ॥১৪॥

অন্ন দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়।
আর্ত্তের রক্ষক কিন্তু শ্রীহরি দয়াময় ॥
পরলোকে ধর্ম্ম জীবের একমাত্র ধন।
ভবভয়ভীত জনের সাধুই শরণ ॥১৫॥

বহিশ্চক্ষু প্রকাশেন উদিত তপন।
জ্ঞানচক্ষু প্রকটিত করেন সাধুজন ॥
সাধুই জীবের আত্মা দেবতা বান্ধব।
সাধুরূপে বিরাজেন আপনি মাধব ॥১৬॥

তীর্থ কভু জলময় মৃৎশিলাময়।
অতি পবিত্র তীর্থ আর দেবতা নিচয় ॥
তীর্থের প্রভাবে জীব তরে দীর্ঘকালে।
সাধুর কটাক্ষমাত্রে পাপ যায় চলে ॥১৭॥

অগ্নি জল আকাশ চন্দ্রমা ও তপন।
নক্ষত্র পবন ভূমি বায়ু বাক্য মন ॥
ভেদবুদ্ধি জনের পাপ নাশিতে না পারে।
জ্ঞানীকে মুহূর্ত্তে সেবি অতি শীঘ্র তরে ॥১৮॥

বায়ুপিত্তকফময় শবতুল্য দেহে।
জায়া সুতই আপন যার জ্ঞান রহে॥
দেব প্রতিমাকে পূজ্য বলি জানে।
গঙ্গাদির সলিলকে তীর্থ বলি জানে॥
জ্ঞানীর শ্রীপদে কিন্তু নাহি হয় মতি।
সে ব্যক্তি গরুর গাধাবৎ অতি হীনগতি॥১৯॥

২১। সাধুর লক্ষণ।

প্রবল আসক্তিই জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন।
সম্যক্‌রূপে অবগত ইহা জ্ঞানিগণ॥
সেই আসক্তি যাঁহার সাধু প্রতি হয়।
তাঁর পক্ষে মোক্ষদ্বার অবারিত রয়॥১॥

ভক্তিধর্ম্ম প্রসঙ্গেতে কপিল ভগবান্।
মাতা দেবহূতিকে কিছু করেন বাখান॥
দারা সুত বন্ধু আর যত পরিজন।
সব ছাড়ি আমাতে অনন্য যাঁরা হন॥
সদা ব্যগ্র মম লীলা শুনিতে কহিতে।
নানা ক্লেশ সহেন তাঁরা হাসিতে হাসিতে॥

তাঁরাই প্রকৃত অনাসক্ত সাধুজন।
তাঁদের সঙ্গেতে ঘুচে সকল বন্ধন ॥২—৪॥

সাধুগণমধ্যে শুধু আমার কথা হয়।
তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় কর্ণ ও হৃদয় ॥
সেইগুলি সাধ্যমত পালন করিলে।
শ্রদ্ধা রতি আর ভক্তি ক্রমে ক্রমে মিলে ॥৫॥

দেবতা শুদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতি মুনিঋষি অমলাত্মাগণ।
মুকুন্দচরণে তাঁদের ভকতির উপজয় নাহি হয় কখন ॥
পৃথিবীতে যত ধূলিকণা হয় আছে তত ভাই জীবনিচয়।
আপনার শ্রেয়ঃ মঙ্গলকামী একটি কিংবা দুইটী হয় ॥
মুমুক্ষু সহস্র জীবের মধ্যে মুক্ত বিরল দেখিতে পাই
নারায়ণ-পরায়ণ পুরুষ জগতে তাঁহার তুলনা নাই ॥৬-৯॥

ভক্তিতে আমাকে চিত্ত করিলে অর্পণ।
উভলোকে তাঁহার হয় পরম কল্যাণ ॥১০॥

কর্ম্মক্ষয় আশা করি যে করে অর্পণ।
সাত্ত্বিক ভক্ত তাঁরে বলেন জ্ঞানিগণ ॥১১॥

অন্তর্য্যামিরূপে আমি সর্ব্বজীবে থাকি।
মম গুণশ্রবণে চিত্ত ধায় আমা প্রতি ॥
অনুক্ষণ সাগরে ছুটে যথা গঙ্গাবারি।
ভক্তের মন অহর্নিশি ধায় আমা প্রতি ॥১২॥

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি যদি ভজে নারায়ণ।
সে ভক্তি নির্গুণ যদি ভজে অনুক্ষণ ॥১৩॥

কৃপা করি কহিলেন প্রভু শ্রীগোবিন্দ।
ভক্তের অধীন আমি না হই স্বতন্ত্র ॥
ভক্তের চিন্তায় পূর্ণ আমার হৃদয়।
ভক্তজন আমার বড়ই প্রিয় হয় ॥১৪॥
আমি বিনা ভক্তের নাই অপর শরণ।
লক্ষ্মী হতেও তাই ভক্ত আমার আপন ॥১৫॥

দারা সুত গৃহ আর বন্ধু প্রাণ ধন।
ইহ পরকাল ত্যজি যে লয় শরণ।
ত্যজিতে না পারি আমি তারে কদাচন ॥১৬॥

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও সমদরশন।
তাঁহার বশেতে আমি থাকি অনুক্ষণ।
সতী স্ত্রীর বশে যথা সৎপতি হন ॥১৭॥

শ্রীবিষ্ণুর গোলোকে বাস সালোক্য নাম ধরে।
সমীপে বাসকে সামীপ্য বলে চরাচরে ॥
তাঁর সহ যুক্ত হলে সাযুজ্য লাভ হয়।
সারূপ্যেতে রূপ ও সার্ষ্টিতে শক্তি মিলয়।
সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য সার্ষ্টি এই চার।
কৈবল্য মুক্তির এই বিভিন্ন প্রকার ॥

মুক্তিও নাহি চাহেন মম ভক্তজনে।
তাঁদের অভিলাষ শুধু আমার সেবনে॥
কালের বশেতে ক্ষয় সবাকার হয়।
হরিসেবা শাশ্বত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥১৮॥

নানা যোনি ভ্রমি জীব কর্ম্মবশে যবে।
পৌরুষী মানবদেহে জন্ম পায় ভবে ॥১৯॥

জন্ম কর্ম্মবয়ঃ রূপ ঐশ্বর্য্য বিদ্যা আর।
থাকিলেও অহঙ্কার না হয় যাঁহার।
সেইজন কৃপালাভ করেন আমার ॥২০॥

জীবদেহে হই আমি সদা অধিষ্ঠিত।
জীবমূর্ত্তিতেও আমি থাকি বিরাজিত॥
সেই মূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে যেইজন।
প্রতিমা পূজিয়া তাহার শুধুই বিড়ম্বন॥
তাহার অর্চ্চনা যজ্ঞ ভজন পূজন।
ভস্মাহুতি তুল্য বলি হয় বিবেচন ॥২১-২২॥

পরকায়ে আমারে করে যে বিদ্বেষ।
অভিমানী ভিন্নদর্শী শত্রুতায় বিশেষ।
তার মনে না থাকে কভু শান্তির লেশ ॥২৩॥

সর্ব্বজীবের হৃদয়েতে বিরাজিত মোরে।
যাবৎ না নিজ হৃদয়েতে বসাইতে পারে।

তাবৎ পালিতে হয় বর্ণাশ্রম বিধি ।
প্রতিমা বিগ্রহ পূজা ভাল তদবধি ॥২৪॥

সর্ব্বভূতে বিরাজিত অন্তর্য্যামী মোরে ।
দান মান মৈত্রীতে পূজ সমদর্শী হয়ে ॥২৫॥

জীবহৃদে সূক্ষ্মরূপে হয় প্রভুর আসন ।
মনেতে জানিয়া জীব করহ বন্দন ॥২৬॥

আত্মাই সৎজ্ঞান দেহাদি অসৎ ।
ইহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহেন মহৎ ॥
"আমি" ও "আমার" ভাবে রাজস জ্ঞান হয় ।
সাংসারিক জ্ঞানকে তামস জ্ঞান কয় ।
নির্গুণ জ্ঞানেতে হয় সবই ব্রহ্মময় ॥২৭॥

অনাসক্ত মনে যদি সর্ব্বকার্য্য হয় ।
সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলি তারে জানিহ নিশ্চয় ॥
আসক্তিতে অন্ধ হলে রাজস কর্ত্তা বলে ।
তামস কর্ত্তা আপন খুসীমত চলে ॥
নির্গুণ কর্ত্তা করে মোরে একান্ত আশ্রয় ।
মম সেবায় শ্রদ্ধাতে নির্গুণ শ্রদ্ধা হয় ॥
কর্ম্মেতে শ্রদ্ধাই রাজসী শ্রদ্ধা নাম ধরে ।
তামসী শ্রদ্ধাতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে ॥২৮-২৯॥

কামনা-বাসনাতীত সাধু ভক্তজন।
শ্রীহরির গুণগানে সদা মত্ত হন॥

ভবব্যাধি-জ্বালা তাহে হয় নিবারণ।
শ্রবণ মনের হয় অতীব রঞ্জন॥

যে হয় বিমুখ হেন হরি গুণগানে।
পশুঘাতী বলি তারে জগতে বাখানে॥৩০॥

২২। ভগবদ্গুণানুবাদ-মাহাত্ম্য।

সহস্র সহস্র জন্ম গিয়াছে আমার।
নানা স্তন্যপান কৈনু বিবিধ প্রকার॥

পুনঃ পুনঃ হয়েছে মোর মরণ জনম।
দারা পুত্র লাগি ব্যস্ত করেছি করম॥

একাকী আমি তার সব ভোগ ভুগি।
কেহ নাহি হয় মোর দুঃখের ভাগী॥

দুঃখ হতে তরিবার না দেখি উপায়।
গর্ভে থাকি জীব দুঃখ করে হায় হায়॥

এইবার গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
মহেশ্বরে পূজিব আমি পরাণ ভরিয়া॥
মুক্তিফল দেন করেন অশুভ নাশন।
এবার পূজিব তাঁরে দেব নারায়ণ॥১-৪॥

তপনের উদয় হতে অস্ত গমনে।
একটী দিন চলে গেল সকলেই গণে॥
এইরূপে আয়ুক্ষয় প্রত্যহই হয়।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বৃথাই বঞ্চয়॥
কিন্তু যদা ভক্তিভরে পূজে নারায়ণ।
সে সময় তার আয়ু না হয় হরণ॥৫॥

জীবনের লক্ষ্য কি শুধু আহার বিহার।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যত গ্রাম্য ক্রীড়া আর॥
বৃক্ষগণ দীর্ঘকাল থাকে ত বাঁচিয়া।
কামারের যাঁতার কি নাই শ্বাসক্রিয়া।
গ্রাম্য পশুগণও করে আহার বিহার।
মনুষ্যের সহিত কি ভেদ তা সবার॥৬॥

পাইয়া শ্রবণ-শক্তি যে অধম জন।
নাহি শুনে হরিকথা ভুলেও কখন॥
শূকর কুকুর ও গর্দ্দভ আর উষ্ট্র।
হেন নর ইহাদেরই প্রশংসার পাত্র* ॥
যে কাণে না শুনে জীব কৃষ্ণগুণগান।
কর্ণরন্ধ্র বৃথা তার, গর্ত্তের সমান।
জিহ্বা না করে যদি হরিনাম কীর্ত্তন।
ভেক-জিহ্বা তুল্য বলি তাহার গণন ॥৭-৮॥
কৃষ্ণপদে যেই শির প্রণাম না করে।
কিরীট-ভূষিত হলেও ভার বলি তারে॥
যে হাতে না হয় কভু হরির পূজন।
সেই হাতে শোভে যদি কাঞ্চন কঙ্কন।
মড়ার হাতের তুল্য তাহার গণন॥
যে নেত্র শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি না করে দর্শন।
ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত সম হয় সে নয়ন॥
যে চরণ হরিক্ষেত্রে না করে গমন।
বৃক্ষসম স্থাবর হয় সে দুটী চরণ ॥৯-১০॥

---

*কুকুর যেমন হয় ঘৃণিত সংসারে।
প্রহার খাইয়া ভ্রমে আহারের তরে॥
সেইরূপ কৃষ্ণনাম বিহীন যেইজন।
বিষয়ে মাতিয়া হয় ঘৃণার ভাজন॥
সার বস্তু ত্যাগ করি শূকর যেমন।
অসার পুরীষ সদা করিছে ভক্ষণ।
সেইরূপ পাপিজন সার বস্তু ত্যজি।
অসার গ্রহণ করে বিষয়েতে মজি॥
বিষয় কণ্টকে বিদ্ধ রক্ত বহে দেহে।
উষ্ট্রের সমান নর কত কষ্ট সহে॥
রজকের তরে গাধা বহে যত ভার।
পরের লাগিয়া কহে আমার আমার॥
নিরন্তর ভার বহি নহে কভু শ্রান্ত।
বিষয়ের ভার বহি হয় জীব ভ্রান্ত॥

শ্রীহরির শ্রীপদলগ্ন তুলসী চন্দন।
তার ঘ্রাণ যে নাসিকায় না হয় গ্রহণ॥
হায় হায় সে নাসিকার কিবা প্রয়োজন।
জীবন্মৃত হয় এ সংসারে সেই জন॥১১॥
হরিনাম শ্রবণে যার না হয় বিকার।
দেহেতে রোমাঞ্চ ও নেত্রে বহে প্রেমধার॥
পাষাণের কঠিনাংশে সে হৃদয় গঠিত।
নহিলে হইত তাহা কিছু বিচলিত॥১২॥
অনন্ত হরির নাম যে করে কীর্ত্তন।
তাঁহার মধুর লীলা যে করে শ্রবণ॥
শ্রীহরি তাঁহার হৃদে করিয়া প্রবেশ।
দূর করি দেন তাঁর পাতকের লেশ॥
অন্ধকার নাশে যথা রবির কিরণ।
মেঘগণে দূর করে পবন যেমন॥
তেমতি হরির দয়ায় পাপ চলি যায়।
ভক্তগণে এ কথার নিত্য পরিচয়॥১৩॥
শ্রীহরির লীলা নাই যে সব কথায়।
সে সব অসৎকথা মিথ্যা সমুদায়॥
যে বাক্যে হরির লীলা পরিপূর্ণ জানি।
পূর্ণ করে সুমঙ্গল সেই সত্য বাণী॥১৪॥
যাহাতে বর্ণিত শ্রীহরির যশোগান।
যে বাক্যে সমাহিত পূত হরিনাম

অতি রমণীয় তাহা নিত্য নূতন।
মহোৎসব হয় পাপীর শোক শোষণ ॥১৫॥

বিচিত্র পদেতে যুক্ত যদি হয় কথা।
কিন্তু তাতে নাই জগৎপবিত্র হরিগাথা ॥
কাকতীর্থ সম গণ্য সেই বিবরণ।
পরমহংস ভক্ত তাহা না করেন সেবন ॥১৬॥

যে বাক্যের প্রতি শ্লোকে নিবদ্ধ হরিনাম।
ভক্তগণ তাহা শুনি হন পূর্ণকাম॥
অচ্যুত-চরণ-লগ্ন যত সাধুগণ।
মহানন্দে করেন তাহা কীর্ত্তন শ্রবণ ॥১৭॥

নৈষ্কর্ম্ম নির্ম্মল জ্ঞান হরিভক্তিশূন্য।
হইলে কখন নাহি হয় তাহা ধন্য ॥
অসদ্ জ্ঞানের কথা কি আর কহিব।
ঈশ্বরে অর্পিত সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম সব ॥
না হইলে সেই কর্ম্ম দুঃখাত্মক হয়।
বৃথা আড়ম্বর আর ভ্রম সমুদয় ॥১৮॥
বর্ণাশ্রম চারি বেদ জপ তপস্যায়।
যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্ত সমুদায় ॥
গুণানুবাদ শ্রবণ ও আদর করণে।
শ্রীধর-চরণপদ্মে অবিস্মৃতি বনে ॥

মুকুন্দ-পদারবিন্দ সর্ব্বদা স্মরণ।
অশুভ বিনাশি করে কল্যাণভাজন ॥
সত্ত্বশুদ্ধি পরমাত্মায় জ্ঞানভক্তি হয়।
বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান বিস্তার করয় ॥১৯-২০॥

সুদুর্ল্ভ হয় এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।
যজ্ঞ তপে নাহি মিলে হে রহূগণ ॥
গৃহকর্ম্মে জল অগ্নি সূর্য্য উপাসনে।
সন্ন্যাস লইলে অথবা বেদ অধ্যয়নে ॥
মহতের পদরজে অভিষিক্ত হলে।
সুদুর্ল্ভ হলেও রাজন্ সহজেই মিলে ॥২১॥

ভক্তসমাজে হয় হরিকথার প্রসঙ্গ।
তাহাতে অবশ্য ঘুচে বিষয়ের সঙ্গ ॥
সাধুমুখে হরিকথা করিলে শ্রবণ।
সর্ব্বমল ঘুচি হয় হরিপদে মন ॥২২॥

পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি ভরত রাজন।
রাজ্য ত্যজি হরি স্মরি প্রবেশিনু বন ॥
মৃগের মমতায় ভুলি হরির চরণ।
দেহান্তে হইল মম হরিণ জনম ॥২৩॥

কিন্তু হরিসেবা ফলে মম হৈল স্মরণ।
হরিকৃপায় মিলে মম ব্রাহ্মণ জনম ॥

জড়বৎ রহি তাই না করি সম্ভাষ।
কর্ম্মফল লাগি করি কতই বিলাপ ॥২৪॥
অনাসক্ত ভক্ত সঙ্গে লভি আত্মজ্ঞান।
সেই জ্ঞানে মোহ পাশ করিয়া ছেদন ॥
শ্রীহরির লীলা সদা শ্রবণে কথনে।
সংসার ত্যজিয়া যায় শ্রীহরিচরণে ॥২৫॥

২৩। মহৎপাদরজো-মাহাত্ম্য।

[গুরু যণ্ডামর্ক কন শিশু প্রহ্লাদেরে।
কে দেয় তোমায় মতি বিষ্ণু ভজিবারে ॥
উত্তর দিলেন তাঁরে প্রহ্লাদ মহামতি।
কিসে দূর হয় জীবের আত্মপর বুদ্ধি ॥]
আপন পর অসদ্‌বুদ্ধি মায়ায় যাঁহার।
মায়াধীশ হরির পদে প্রণাম আমার ॥১॥
সেই ভগবান্ যবে অনুকূল হন।
আপন পর ভেদবুদ্ধি করে পলায়ন ॥
চুম্বুকের আকর্ষণে লোহার মতন।
চক্রপাণির ইচ্ছাতেই ঘুরে মম মন ॥৩॥

গৃহাসক্ত জনগণের অবশ ইন্দ্রিয়।
তাই পশুবৎ চর্ব্বিত চর্ব্বণ হয় প্রিয় ॥
পরমার্থ ত্যজি যারা কাটায় জীবন।
হরিপদে কেমনেতে দিবে প্রাণমন ॥
নিজ বা অপর চেষ্টায় অথবা আলাপনে।
কেমনে হইবে মতি শ্রীহরিচরণে ॥
কানাকে কানায় পথ দেখালে যেমন।
উভয়ের শুধু হয় বিপদের কারণ ॥৪-৫॥
নিষ্কিঞ্চন ভকতের চরণ ধূলিতে।
অভিষেক যবে করে সকল অঙ্গেতে॥
কৃষ্ণপদে মতি তাহার তখনই হয়।
অন্যপথ ইহার নাই ইহা সুনিশ্চয় ॥
[সহপাঠী দৈত্যবালকগণের প্রতি।
সদুপদেশ দেন প্রহ্লাদ অতি কৃপা করি ॥]
বড়ই দুর্লভ এই মনুষ্য জনম।
অনিত্য হ'লেও শ্রেষ্ঠ ফল দিতে ক্ষম ॥
শৈশব হইতেই তাই প্রাজ্ঞ মতিমান্।
ভক্তিধর্ম্ম আচরিতে হন যত্নবান্ ॥৭॥
শ্রীহরিই একমাত্র জীবের আপন।
যথাশক্তি উচিত হয় লভিতে চরণ।
নর আদি যারা করে জীবন ধারণ

ইন্দ্রিয় সুখের তরে কেন লালায়িত।
দুঃখবৎ কালচক্রে পাইবে অযাচিত
অন্যদেহে হরিভক্তি কিন্তু নাহি হয়!
পরম মঙ্গল শ্রীহরিচরণ সেবায় ॥৮-১০॥

অতএব মুমুক্ষু জীব হয়ে ভবভীত।
পরম মঙ্গল তরে হইবে চেষ্টিত॥
পুষ্ট নরদেহ কভু চিরস্থায়ী নয়।
মুক্তির তরে চেষ্টিত সদাই হতে হয় ॥১১॥

গৃহেতে আসক্ত ও ইন্দ্রিয় নাই বশে।
হেন জনেরা মুক্ত-চেষ্টা কেমনেতে আসে।১২॥

সংসারী জীবের টাকাকড়ি প্রিয় অতি।
যেজন্য তস্কর বণিক সেবক প্রভৃতি॥
ছুটোছুটি করে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে।
হেন অর্থের লোভ জীব ছাড়িতে কি পারে ॥১৩॥

গুটি পোকা যথা গুটি করিয়া সৃজন।
নিজ গুটিতেই ঘটায় নিজের বন্ধন॥
তেমতি লভিয়া জন্ম নর এ সংসারে।
বিষয় সুখকে সে অতিপ্রিয় জ্ঞান করে
সেই মোহ দৃঢ় করে সংসার বন্ধন
তা হতে মুক্তি নরের নাই কদাচন ॥১৪॥

সংসারী পুরুষ হয় অতিশয় মত্ত
দারা সুত কুটুম্ব পোষণে সদা ব্যস্ত ॥
অর্থ লাগি দুশ্চিন্তায় কত ক্লেশ সহে।
মোহবশে দুঃখেতে কষ্টবোধ নাহি রহে ॥
ভুলে কভু ভাবে না হতেছে আয়ুঃক্ষয়।
দুর্লভ নৃজন্ম তার বিফলেতে যায় ॥১৫॥

অর্থলোভে বিষয়ী জীব পাগল হইয়া।
পরধন হরণে দণ্ড বিশেষ জানিয়া ॥
যত পারে রত হয় চুরি প্রভৃতিতে।
অশান্ত মনেতে তাহা পারে না ছাড়িতে ॥

সংসারের ফল শেষে হয় বিষময়।
হরিপদকমল ভজন উচিত হয় ॥
পরম পবিত্র নিষ্কাম সাধু ভক্তজন।
যাহাতে মুক্ত হয়ে হন আনন্দে মগন ॥১৮॥

ধর্ম্ম অর্থ কামের ত্রিবর্গ আখ্যা হয়।
তার সহ সাংসারিক নানা নীতি নিচয় ॥
তার শিক্ষায় যদি হয় শ্রীহরি শরণ।
তবেই সার্থক নৈলে মিথ্যা প্রলোভন ॥১৯॥

এই নির্ম্মল জ্ঞান জীবের কদাচিৎ হয়।
নারদকে বলেন নরসখ দয়াময়।

অকিঞ্চনের পদরজে আপ্লুত যে জন।
তাঁহারই মিলে এই দুর্লভ ভক্তিধন ॥২০॥
শ্রদ্ধা করি শুন যদি আমার বচন।
যথাশক্তি চেষ্টা কর করিতে পালন ॥
তত্ত্বজ্ঞান হইবে অচিরে তোমাদের।
নারী হৌক বালক হৌক হবে সকলের ॥
এই উপায়ে পেয়েছি আমি প্রভুর করুণা।
তোমরাও চেষ্টা করলে পাবে কৃপাকণা ॥২১॥
অপরূপ লীলাকথা করিয়া শ্রবণ।
পরম আনন্দ রসে হইয়া মগন ॥
কভু হাসে নাচে কভু গাহে উচ্চৈঃস্বরে।
অঙ্গেতে রোমাঞ্চ হয় নয়নে বারি ঝরে ॥২২॥
ভূতে পাওয়ার মত যেন করে আচরণ।
হাসে গায় নির্লজ্জবৎ করয়ে রোদন ॥
ভগবন্ মূর্ত্তি ভাবি সর্ব্বজনে বন্দে।
হা নাথ নারায়ণ বলি ফুকারিয়া কাঁন্দে ॥২৩॥
এই মত ভাব যাঁর বহু ভাগ্যে ঘটে।
ভববীজ দগ্ধ হয়ে সর্ব্ববন্ধন টুটে ॥
অপরূপ মহাভক্তি হইয়া উদয়।
* অধোক্ষজ শ্রীহরির শ্রীপদে মিলয় ॥২৪॥

---

* অধোক্ষজ = ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা বা শুনা যায় না।

অশুভ-মতি দেহী চাহে সংসারে থাকিতে।
কিন্তু ভগবদ্ধ্যান তারে না দেয় তিষ্ঠিতে॥
ব্রহ্মনির্ব্বাণ সুখ বলেন বুধগণ।
তাই হৃদয়ে হৃদীশ্বরে করহ ভজন॥২৫॥
ভজিতে হৃদিস্থিত শ্রীহরি কৃপাময়।
কি কষ্ট হয় হে অসুর-বালক-নিচয়॥
তিনিই জীবের জেনো একান্ত আপন।
তাঁহাকে ভজিতে নাহি ক্লেশ কদাচন॥২৬॥
দুঃখ নাশি সুখ ভোগ সকলেই চায়।
কর্ম্ম হতে সেই দুঃখ লভিতে তারা ধায়॥
সুখ সুখ করি কেবল দুঃখ ভোগ হয়।
সুখ চেষ্টা ছাড়িলেই জীবন সুখময়॥২৭॥
মুকুন্দে তুষিতে কিছুর নাহি প্রয়োজন।
দান যজ্ঞ তপ ব্রত আচার পালন॥
দেব দ্বিজ ঋষি জ্ঞানী নাহি হতে হয়।
বিশুদ্ধ ভক্তিতে শুধু তাঁহাকে মিলয়॥২৮-২৯॥
অতএব অন্তর্য্যামীকে ভজ দৈত্যগণ!
কৃষ্ণের জীব বলি সবে করহ আপন॥
তবেই হবে শ্রীহরির যথার্থ পূজন॥৩০॥
জীবের পরম পুরুষার্থ এই হয়।
সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন ভক্তিযোগ কয়।৩১॥

[শ্রীনৃসিংহের স্তবেতে কহেন প্রহ্লাদ।
যাহার পঠনে ঘুচে সকল প্রমাদ ॥]
সৎকুলে জন্ম ধন তপঃ শাস্ত্রজ্ঞান।
রূপ বল বুদ্ধি তেজ যোগ আর ধ্যান ॥
কিছু নাহি চাহি শুধু শ্রীহরির ভজন।
ভক্তিতেই গজেন্দ্র প্রতি তুষ্ট নারায়ণ ॥৩২॥
শ্রীহরির অভাব কভু নাই কোন কালে।
তাঁর কৃপায় সব পূর্ণ হয় অবহেলে ॥
আমাদের লাগি করেন অভাব সৃজন।
সেবার সুযোগ যাহাতে পাই ভক্তিধন ॥
সরল দৃষ্টান্তে ইহা সহজে বুঝা যায়।
দর্পণেতে মুখের প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হয় ॥
প্রতিবিম্ব মুখে যদি টিঁপ দিতে চাও।
আসল মুখে টিঁপটী যতনে বসাও ॥
তদ্রূপ মোরা প্রভুর প্রতিবিম্ব হই।
প্রভুকে সুখ দিলে সে সুখ মোরা পাই ॥৩৩॥
বড়ই ভীত আমি সংসার-চক্রের পেষণে।
হিংস্র ইন্দ্রিয় আর অহঙ্কার অভিমানে ॥
নিজ কর্ম্মদোষে হই সদাই নিক্ষিপ্ত।
নানাবিধ ভয়ে আমি বড়ই পীড়িত ॥

কৃপা করি কবে আহ্বান করিবে আমারে।
ভরসা তুমি কেবল ভবপারাপারে ॥৩৪॥

লোকে ভাবে বালকের পিতাই সম্বল।
রোগীর ভরসা মাত্র ঔষধ কেবল ॥
জলেতে ডুবা জীবের নৌকাই আশ্রয়।
সবই সফল কেবল তোমার কৃপায় ॥৩৫॥

সংসারী জীবের বুদ্ধি ভাল মন্দ হয়।
তব করুণার কিন্তু তারতম্য নয়
জীবের অন্তরাত্মাই একমাত্র আপন।
কল্পতরু সম করেন কৃপা বরিষণ ॥৩৬॥

যুগে যুগে নানারূপে অবতীর্ণ তুমি।
মীন কূর্ম্ম আদি কৃষ্ণ রাম রঘুমণি ॥
দুস্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন।
তিন যুগে ত্রিযুগ নাম করেছ ধারণ ॥
তিন যুগে যুগধর্ম্ম করেছ পালন।
কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে কর আগমন ॥৩৭॥

পাপেতে পূর্ণ আমি অতি অসাধু জন।
শোক ভয় বাসনাদি করিছে পীড়ন ॥
বৈকুণ্ঠনাথের কথায় নাহি লাগে মন।
কেমনে করিব তাঁহার স্বরূপ চিন্তন ॥৩৮॥

বৈতরণী ভয়ে মন নহে উচাটন।
লীলা কথা সাগরে মন হয়েছে মগন।
সংসার বোঝা বহে মরে, যারা অকারণ!
তাদের তরে প্রাণ মম কাঁদে অনুক্ষণ ॥৩৯॥
নিজ মুক্তি তরে সদা ব্যস্ত মুনিগণ।
তাই গৃহ ছাড়ি বিজন বনে করেন ভ্রমণ॥
দুঃখীজনের তরে তাঁদের না থাকে চিন্তন।
একা আমি মুক্ত হতে চাহিনা কখন।
তুমিই প্রভু সর্ব্বজীবের একান্ত শরণ ॥৪০॥
বিপ্র যদি বিষ্ণুভক্তি হয় বিবর্জ্জিত।
চণ্ডাল হইয়া হরিভক্তিতে ভূষিত॥
ব্রাহ্মণ হতে শ্রেষ্ঠ হন সেই যে চণ্ডাল
কুল উদ্ধারিয়া রাখে নিজ পরকাল॥
বহুমান বিপ্রের সেই ভাগ্য নাহি হয়।
ভক্তিহীন বিপ্রের সকলই হয় লয় ॥৪১॥

২৪। ভাগবত ধর্ম্মনিরূপণ।

জীবদেহ মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর নরদেহ।
তথাপি দুর্লভ অতি বিশেষ জানহ॥
যাঁরা হন শ্রীহরির অতি প্রিয় জন।
বড়ই দুর্লভ হয় তাঁদের দরশন॥
বিদেহ রাজের এই অপূর্ব্ব কথন॥১॥
ক্ষণকালেও সাধুসঙ্গ মানবের নিধি।
পরম মঙ্গল কিসে ক'ন কৃপা করি॥২॥
ভাগবত ধর্ম্মকথা করিলে শ্রবণ।
পঠন চিন্তন ও করিলে অনুমোদন॥
দেবতা এমন কি বিশ্বদ্রোহী জন।
সাধুসঙ্গ প্রভাবেতে সদ্যঃপূত হন॥৩॥
মূঢ়জনও যাতে পায় শ্রীহরিচরণ।
তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম কন জ্ঞানিগণ॥৪॥
এ ধর্ম্মের আশ্রয়ে পথভ্রষ্ট নাহি হয়।
চক্ষু মুদি দৌড়িলেও বিঘ্ন নাহি পায়॥৫॥
কায়মনোবাক্য বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ।
এগুলির দ্বারা যেই কর্ম্ম প্রবর্ত্তন।
সকলই নারায়ণে কর নিবেদন॥৬॥

সংসারাসক্ত হরি বিমুখ যে জন।
মায়াতে ঘটায় তার সংসারবন্ধন * ॥
হরিভজনে রত হন সাধুগণ।
দেবতা ও গুরু পরব্রহ্ম নারায়ণ ॥৭॥
চক্রপাণি শ্রীহরির লীলা সুমধুর।
অসঙ্কোচে কীর্ত্তনে পাবে আনন্দ প্রচুর ॥
আসক্তি ছাড়িয়া যদি কর বিচরণ।
অবশ্য পাইবে তুমি প্রভুর কৃপাকণ ॥৮॥
সর্ব্বভূতে দেখেন যিনি আপনার মত।
সকল প্রাণীতে হরি দেখেন সতত ॥
তিনিই ভাগবতোত্তম বৈষ্ণব প্রধান।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি শান্ত জ্ঞানবান্ ॥৯॥
ভগবানে প্রেম আর মৈত্রী ভক্তগণে।
শত্রুকে উপেক্ষা তথা কৃপা মূর্খজনে।
মধ্যম ভক্ত তাঁরে বলেন সাধুগণে ॥
শ্রদ্ধায় পূজেন যিনি শ্রীহরির চরণ।
ভক্তকে পূজিতে কিন্তু নাহি চায় মন।
অধম ভক্ত মধ্যে হয় তাহার গণন ॥১০-১১॥

---

* বন্ধন ভয়ের হয় প্রকার দুইটী।
একটী বিপর্য্যয় অপরটী বিস্মৃতি ॥
দেহটাই আমি এই বুদ্ধিই বিপর্যায়।
আসিয়াছি কেন ভুলিলে বিস্মৃতি হয় ॥

পরম কল্যাণ কি যদি চাহ জানিবারে।
ব্রহ্মজ্ঞ প্রশান্ত গুরুর শরণ লহরে ॥১২॥

আদরে করেন যিনি নিজকেই দান।
তিনিই আত্মাত্মদ কৃপাময় ভগবান্ ॥
ভাগবত ধর্ম্মেতে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট।
সকল ধর্ম্ম হইতে ইহা হয় শ্রেষ্ঠ ॥১৩॥
শ্রীহরির পূতলীলা কর আলোচনা।
আনন্দের খনি পাবে প্রেম উন্মাদনা ॥১৪॥

হরিকথা স্মরণে কথনে সবে মিলে।
ভক্তিলাভ হয় শ্রীহরিচরণ কমলে ॥
তার ফলে ভক্ত হাসে কাঁদে নাচে গায়।
রোমাঞ্চ স্বেদচিহ্নাদি তাঁর দেহে দেখা যায় ॥
মধুমাখা অপরূপ কত কথা কহে।
হর্ষে স্তব্ধ হন হরিকে পাইয়া হৃদয়ে ॥১৫—১৬॥

রজোগুণবশে যারা কামুক হয় অতি।
সর্পসম ক্রূর সদা অভিচারে রতি ॥
দাম্ভিক পাপাত্মা যত পৃথিবী ভিতরে।
বিষ্ণুভক্তে দেখি তারা উপহাস করে ॥
ধন মান কুল জাতির গর্ব্বে অন্ধ হয়ে।
শ্রীহরি ও সাধুজনে অপমান করে ॥১৭-১৮॥

সর্ব্বভূতে আকাশবৎ বিরাজিত হরি।
জীবের আপন, যাঁর গুণ গায় শ্রুতি॥
জেনে শুনেও তাঁরে না ভজে মূঢ় জন।
মনোরথে মিথ্যা সুখে করে বিচরণ॥১৯॥
চরাচর ভ্রমি যাঁরে দেখা নাহি যায়।
তাঁরে লভিবারে বিবেকীর উচিত হয়॥
সুখ দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে আসে যে সদাই।
কালবেগে দুঃখবৎ সুখ মোরা পাই॥২০॥
অজ্ঞ আর তত্ত্বজ্ঞের আছে ত উপায়।
মধ্যবর্ত্তী জন সবে মোহিত মায়ায়॥
হরিকথা শ্রবণেতে নাহি অবসর।
সুখ ধর্ম্ম কাম মাত্র সাধনে তৎপর॥
সুখের সাধনে থাকিয়া নারকী।
আত্মাকে বিনাশ করে সে মহাপাতকী॥২১॥
জ্ঞানহীন হয়েও নিজে জ্ঞানী মনে ভাবে।
আত্মঘাতী সেইজন অশান্তিতে ডুবে॥
নিজ অভিলাষ মত কিছু নাহি পায়।
কষ্টে দুঃখে হতাশেতে জীবন কাটায়॥২২॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যতেক প্রজাগণ।
ইচ্ছা করে কলিযুগে লইতে জনম।

কলিযুগে হবেন জীব হরিপরায়ণ।
দ্রাবিড়ে জন্মিবেন বহু হরিভক্তগণ ॥২৩॥
যে জন শরণাগত মুকুন্দচরণে।
অঋণী তিনি দেব-পিতৃ-সন্নিধানে ॥
হরিপরায়ণের নাই বিধি ও নিষেধ।
ভক্তিতে পাতক ঘুচি হয়েন নির্ব্বেদ ॥
নিষিদ্ধ কার্য্যেতে ভক্ত নাহি হন রত।
শাস্ত্রেতে নাহি তার কোন প্রায়শ্চিত্ত ॥
তাঁদের হৃদয় মধ্যে থাকি দয়াময়।
সর্ব্বপাপ নাশেন তাহে নাহিক সংশয় ॥২৪-২৫॥

২৫। প্রপন্নগীত।

[শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব মুচুকুন্দ রাজন।]
ওহে প্রভু জগন্ময় জগৎকারণ।
তব মায়ায় মুগ্ধ হয় জগতের জন ॥
তাই সদা হীনমতি পাপে রত হয়।
বৃথা মদে মত্ত সদা তাহাদের হৃদয় ॥
পরমার্থ নাহি জানে অনর্থে উন্মত্ত।
না চাহে ভজিতে তোমা নাহি জানে তত্ত্ব ॥১॥

২৫। প্রপন্নগীত।

দুর্লভ মানব জন্ম করিয়া ধারণ।
না করে ভজন প্রভু তব শ্রীচরণ॥
দুর্ব্বুদ্ধির বশে তারা ওহে দামোদর!
অন্ধকূপে পশুবৎ রহে নিরন্তর॥২॥
বিফলে জনম মম গেল এত কাল!
বিষয় বাসনা যত কেবলই জঞ্জাল॥
রাজা হয়ে ঐশ্বর্য্যেতে ছিনু সদা মত্ত
দেহাত্ত বুদ্ধিতে দুরন্ত চিন্তায় আসক্ত॥৩॥
ঘটবৎ কলেবরে করি অভিমান।
রাজার গর্ব্বে রথাদিতে করি বিচরণ॥৪॥
বিষয়ে প্রমত্ত মন রহে অনুক্ষণ।
মদগর্ব্বে নাহি ভাবি তোমার চরণ॥৫॥
কর্ত্তব্য করিব বলি প্রমত্ত হইয়া।
বিষয়ে বদ্ধ দুরন্ত লোভেতে পড়িয়া॥
সর্পবৎ মহাকাল অপ্রমত্ত তুমি।
মূষিকের প্রায় মোরে নিলে গলে ধরি॥
রাজার ঐশ্বর্য্য পেয়ে এই দেহেতে।
চড়িতাম হাতীতে ও সোণার রথেতে॥
দুর্দ্দম কালের বশে তোমারই ইচ্ছায়।
বিষ্ঠা কৃমি ভস্ম সংজ্ঞা সেই দেহ পায়॥৬॥

দশদিক্ জিতিয়া করি শত্রুকে সংহার।
সার্ব্বভৌমের শ্রেষ্ঠাসন করি অধিকার॥
সামন্ত রাজগণ করে প্রভূত সম্মান।
নারীর ক্রীড়ামৃগ হয়ে হয় হতমান॥৭॥
তপঃ যাগ যজ্ঞে যদি স্বর্গলোক পায়।
ভোগ অন্তে এ সংসারে জন্মে পুনরায়॥
বিষয় বাসনা ভোগে আছে আশা যার।
পুনঃ পুনঃ জন্মলভে আসি এ সংসার॥
তাহে নাহি সুখ পায় দুঃখ অবিরত।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগে থাকে সেই রত॥৮॥
কর্ম্মবশে সংসারচক্রে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মুক্তির অবসর হয় বিশেষ ভাগ্যেতে॥
সাধুসঙ্গ পায় সেই তব করুণায়।
তবে তার সুমতি হয় তোমার দয়ায়॥৯॥
শোকে দুঃখে চিরদিন পাই নানা কষ্ট।
ষড়রিপু ও মন, মম প্রতি নহে তুষ্ট॥
এ সংসারে কিছুতেই শান্তি নাহি পাই।
তব অভয় চরণেতে ভয়ে ত্রাণ পাই॥
শরণ লইনু তব কমল চরণে।
রক্ষা কর মোরে প্রভু দীনহীন জনে॥১০॥

২৬। মুমুক্ষুস্তুতি।

নমো নমো নমঃ, পদ্মনাভ নারায়ণে।
পদ্মমালাধারী প্রভুর অভয় চরণে॥
সদাই প্রণমি আমি কমল নয়নে।
ভক্তিভরে নমি তাঁর কমল চরণে॥১॥

শ্রীহরিই হন যাঁর একমাত্র ধন।
আর 'মম' বলি না ভাবেন কখন॥
এ হেন ভক্তেরে শাস্ত্র কহেন অকিঞ্চন।
ত্রিগুণাতীত শান্ত অকিঞ্চনের ধন।
মোক্ষদাতা আত্মারামে করিনু বন্দন।২॥

মাহাত্ম্য যাঁর নটবৎ দুর্জ্ঞেয় অতিশয়।
রক্ষা করুন কৃপা করি মোরে দয়াময়॥৩॥

জন্ম কর্ম্ম নাম রূপ নাহি যাঁর কভু॥
গুণ দোষ আদির যিনি হন প্রভু॥
বিশ্ব রক্ষা হেতু যদা যেরূপ প্রয়োজন।
তখনই সেইরূপ যিনি করেন ধারণ॥
পরব্রহ্ম পরমেশ সর্ব্বশক্তিমান্।
অরূপেও বিশ্বরূপী যিনি ভগবান্॥

প্রণমি তাঁহারে আমি অতি ভক্তিভরে।
কৃপা করি রক্ষা তিনি করুন আমারে ॥৪-৫॥

ঘোর হ'য়েও শান্ত যিনি মূঢ় হ'য়েও জ্ঞানী।
নির্ব্বিশেষ হ'য়েও কিন্তু গুণধর্ম্মী যিনি।
কৃপা করি এ অধমে রক্ষা করুন তিনি ॥৬॥

আমা সম পাপীর পাপমোচনকারী॥
অবিনশ্বর করুণাময় তিনিই শ্রীহরি॥
অন্তর্য্যামিরূপে জীবের হৃদে বিরাজ কর।
প্রণমি তোমারে প্রভু সর্ব্বপাপহর ॥৭॥

পুত্র কলত্রে যারা আত্মসুখে রত।
তব কৃপা হ'তে তারা সদাই বিহত॥
বিষয়াসক্তি ত্যজি যাঁরা হন তব দাস।
তাঁদের হৃদয়ে তব নিত্য হয় বাস।
বিষয় ত্যজিয়া চাই তব পদে মতি।
নমো নমো কৃপানিধি জগতের পতি ॥৮॥

দেবতা অসুর তিনি ন'ন মর্ত্ত্যজীব।
তির্য্যক্ জন্তু কিংবা স্ত্রী পুরুষ ক্লীব॥
গুণ বা সদসৎ কর্ম্ম নাহি হন যিনি॥
নেতি নেতি বিচারেই জ্ঞাত হন তিনি ॥৯॥

নমো নমো নমঃ প্রভু তোমায় নমস্কার।
শক্তিত্রয়গুণ বুদ্ধি তুমি সবাকার॥
দুরন্ত শকতি তুমি বেগেতে অসহ্য।
অজিতেন্দ্রিয়জনের সদাই দুষ্প্রাপ্য॥১০॥

২৭। সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মস্তুতি।

[মোহমুক্ত ব্রহ্মা করেন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি
ক্ষমা কর মোরে প্রভু অগতির গতি॥
তব শ্রীচরণে ভক্তিই কাম্য কেবল।
তাহাতে হয় যে জীবের মঙ্গল॥]
ভক্তিপথ পরিহরি যেই মূঢ় নর।
জ্ঞানযোগ হেতু করে ক্লেশ বহুতর॥
অভীষ্ট ফললাভ তাদের নাহি হয়।
বৃথাশ্রমমাত্র তার নাহি ফলোদয়॥
পুষ্ট ধান্য ত্যজি স্থূল-তুষের তাড়নে।
কি ফল তাহাতে পূর্ব্বে নাহি ভাবে মনে॥
তুষেতে চাউল লোভে করিলে প্রহার
চাউল নাহি মিলে শুধু দুঃখমাত্র সার॥১॥

হরি কৃপালাভ মম নিশ্চয় হইবে।
প্রারব্ধ ভুগিয়া কৃপার আশা রাখে হৃদে ॥
কায়মনোবাক্যে পূজে তোমার চরণ।
কৃপা করি তাঁকে তুমি দাও মুক্তিধন ॥২॥

দেখ প্রভু মাতৃগর্ভে শিশু যবে রয়।
উদরেতে পদাঘাত কত যে করয় ॥
তাহে মাতা রুষ্ট নাহি হ'ন কদাচন।
সেই মত মম দোষ করহ মার্জ্জন ॥
তোমাতে হইল সব তুমি নারায়ণ।
তোমা হ'তে ফল নাথ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥৩॥

অন্তরাত্মা তুমিই হও জীবের আপন।
তোমা ছাড়ি আপন খুঁজে অতি মূঢ় জন ॥৪॥
তব কৃপাকণা যেই ভাগ্যবান্ পায়।
সেই জানে তব তত্ত্ব তোমার কৃপায় ॥
অপরে দীর্ঘকাল করিলেও সাধনা।
তব তত্ত্ব কোন মতে জানিতে পারে না ॥৫॥

সেই বহু ভাগ্য মম একান্ত কামনা।
জন্ম দাও মোরে তব হই একজনা ॥
তখন তব দাসদিগের সঙ্গগুণে।
সেবিব শ্রীপাদপদ্ম কায়মনপ্রাণে ॥৬॥

কত ভাগ্য করেছেন ব্রজবাসিগণ।
মিত্ররূপে পেলেন তাঁরা ব্রহ্ম সনাতন ॥৭॥
ভূরি ভাগ্য গণি যদি দাও বর এই।
বৃন্দাবন মাঝে যেন কোন জন্ম পাই ॥
পথের পার্শ্বেতে আমি হয়ে রব তৃণ।
ব্রজবাসি যবে কেহ করিবেন গমন ॥
চলিতে চরণরজঃ পবনে উড়িবে।
সেই পদরজঃ মোর অঙ্গেতে লাগিবে ॥
স্বয়ং মুকুন্দ যাঁদের সুহৃদ্ হন।
যাঁর পদরজ বেদ করেন অন্বেষণ ॥৮॥
জীবদেহে রাগদ্বেষাদি রহে ততক্ষণ।
কারাগারবৎ হয় গৃহাদি প্রাঙ্গণ।
যাবৎ না হয় জীব শ্রীহরির আপন ॥৯॥
তোমায় জানে যারা বলে পারুক জানিতে।
আমি বৃথা বাক্য কভু না চাহি কহিতে ॥
এই মাত্র জানি আমি প্রভু বিশ্বেশ্বর।
তুমি প্রভু কায়মনবাক্যের অগোচর ॥১০॥

২৮। প্রকীর্ণাধ্যায়।

হরি রুষ্ট হ'লে গুরু কৃপায় রক্ষা পাই।
গুরু রুষ্ট হ'লে রক্ষা করিতে কেহ নাই ॥১॥

নরদেহ রথ-স্বরূপ বলেন বুধগণ।
মনের লাগামে চলে অশ্ব ইন্দ্রিয়গণ ॥
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ হয় মাত্রা।
যে পথে দেহ রথ করে নিত্য যাত্রা ॥
রথের সারথি বুদ্ধি, বন্ধন হয় চিত্ত।
এ সকলই জানিবে জগদীশের সৃষ্ট ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটী চাকা দশ প্রাণ তার পাখি।
অভিমানযুক্ত জীব দেহরথের রথী ॥
প্রণব হইল ধনু শুদ্ধজীব শর।
পরমাত্মা প্রতি তারে নিক্ষেপে তৎপর ॥২–৩॥

ত্রিবর্গেতে হয় ধর্ম্ম অর্থ আর কাম
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থবর্গ মোক্ষ তার নাম ॥
ত্রিবর্গের তরে চেষ্টা ক্লেশ অতিশয়।
গৃহস্থের কদাপি উচিত না হয় ॥
দেশ কাল পাত্র তিন হয় বিচারিতে।
দৈবের নির্দ্দেশ মত উচিত চলিতে ॥৪॥

ঐশ্বর্য্য তপস্যা বিদ্যা দেহ ও যৌবন।
আর কুল এই ছয় সাধুর লক্ষণ॥
ছয় গুণে সাধু হন যতেক সংসারী।
উহাতেই হয় নষ্ট হলে অহঙ্কারী॥
অহঙ্কারে তার দৃষ্টি বিপরীত হয়।
মহতের মহত্বকে দেখিতে না পায়॥৫॥

দেহসর্ব্বস্ব দুষ্টবুদ্ধি অসৎগণ যত।
মহতের পদরজে তাদের তেজ লুপ্ত॥
সেই অসজ্জন মহৎকে ঈর্ষ্যা করে অতি।
আশ্চর্য্য নহে ত তারা এমনিই কুমতি॥৬॥

সংসারী জীবের বুদ্ধি বারাঙ্গনার প্রায়।
বহুরূপা নানাগুণান্বিতা দেখা যায়॥
বেশ্যাবৎ বুদ্ধির না হইলে অবসান।
কুকর্ম্মীজনের কেমনে হইবে কল্যাণ।৭॥

সৃষ্টিনাশকরী মায়ানদী প্রবাহিতা।
তটদ্বয়–সমীপে বহে অতি খরস্রোতা॥
মায়াকে অগ্রাহ্য করি অসৎ কর্ম্মবশে।
কি হইবে গতি তার শুধু ব্যর্থ প্রয়াসে॥৮॥
ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে চলে যেই জন।
আপন কল্যাণ কিসে জানেনা কখন॥

সংসারেই ভাবে তার অভীষ্ট সাধন।
তার সহায়ক হয় তাহারই মতন ॥৯॥
শ্রেষ্ঠ কল্যাণের হেতু অবগত যিনি।
অজ্ঞকে কর্ম্মযোগ না কহেন তিনি॥
রোগী যদি কুপথ্য চাহে করিতে সেবন।
বিজ্ঞ ভিষক্ তাতে মত না দেন কখন ॥১০॥
ত্রিবর্গের চেষ্টা নাশেন আমাদের পতি।
তাহাতে কৃপার মাত্রা বুঝি আমা প্রতি॥
এই কৃপার অনুভব বড়ই দুর্লভ।
শুধু অকিঞ্চন ভক্তের পক্ষে সুলভ ॥১১॥
দুই পক্ষ সদাই থাকে যুদ্ধে বিবাদেতে।
কখন এক পক্ষ হারে অন্য পক্ষ জিতে॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যাঁহার কৃপায়।
তাঁহারই সদাই জয় নাহি পরাজয় ॥১২॥
জালে বদ্ধ পক্ষী চলে ব্যাধের ইচ্ছামতে।
ত্রিভুবন তেমতি চলে কালের ইঙ্গিতে ॥১৩॥
কাঠের পুতুল চলে যন্ত্রের বশেতে।
ত্রিভুবন তেমতি চলে প্রভুর ইচ্ছাতে ॥১৪॥
জলস্রোতে নানাদ্রব্য এক ঠাঁই হয়।
দৈববশে তেমতি জীব একত্র মিলয় ॥১৫॥

চঞ্চল জলে বৃক্ষ যথা চঞ্চল দেখায়।
মাথা ঘুরিলে জগৎ ঘুরিছে বোধ হয় ॥১৬॥
ত্রিগুণ বশেতে মন হইলে চঞ্চল।
প্রশান্ত আত্মা বোধ হয় বড়ই বিকল।
জীবাত্মা সংসারীবৎ প্রতীত কেবল ॥১৭॥
পথিচ্যুত বস্তু থাকে দেবের কৃপায়।
গৃহে থেকেও নষ্ট যদি সে কৃপা হারায় ॥
বনমধ্যে বাঁচে জীব হরির কৃপায়।
কৃষ্ণকৃপা নাহি পেলে গৃহেও নাশ পায় ॥১৮॥
অসুরভাব ত্যজ পিতা বৈরি কেহ নাই।
মনেতে সাম্যভাব রাখ ঘুচিবে বালাই ॥
সংযত মনেতে হয় পরম মঙ্গল।
অনন্তের পূজা তবে হইবে সফল ॥১০॥
দেহমধ্যে ছয় দস্যু রয়েছে রাজন্।
সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব তারা করিছে হরণ ॥
সেই ছয় রিপুকে পিতা নাহি করি জয়।
কেমনে জিনিলে তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিচয় ॥২০॥
তিনিই পূর্ণ করিবেন মতি তোমার কামনা।
দীনে রক্ষা করেন হরি করিয়া করুণা ॥
হরি ভক্তি কখনও ব্যর্থ নাহি হয়।
এ কথায় বিন্দুমাত্র নাহিক সংশয় ॥২১॥

দৈত্যপতির এখন সতি নাহি পরাজয়।
ঈশ্বর ও বিপ্র তার হন যে সহায়।
বল প্রকাশিলে এবে নাহি ফলোদয় ॥২২॥
কিন্তু পয়োব্রতে মাতা তুষেছ আমায়।
আমার অর্চ্চনা কভু ব্যর্থ নাহি হয় ॥
শ্রদ্ধার স্বরূপ ফল সেই জন পায়।
চিন্তা করি করিব ইহার উপায় ॥২৩॥
না করি নিন্দার ভয় না ডরি বিপাকে।
না করি চ্যুতির ভয় না ডরি নরকে ॥
অসত্যে ডরাই পাছে কথা নাহি থাকে।
বড় ভয় করি যদি বিপ্র পড়ে ফাঁকে ॥২৪॥
রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ বরং সুলভ।
সুপাত্রে শ্রদ্ধার দান অতীব দুর্লভ ॥২৫॥
ব্রহ্মারে কহেন তবে বামন শ্রীহরি।
সর্ব্বস্ব হরণ করি যারে কৃপা করি ॥
সেগুলির মদেতে সে হইয়া গর্ব্বিত।
অবজ্ঞা করিতে মোরে না হয় কুণ্ঠিত ॥২৬॥
সাধুগণ প্রতি হয় যে তেজ প্রহৃত।
প্রহারককর্ত্তা তাহাতে হয় উপদ্রুত ॥
বিদ্যা ও তপঃ বিপ্রের মঙ্গলের কারণ।
দুর্বিনীত ব্যক্তির হয় তাহাই বন্ধন ॥২৭॥

শ্রবণে দর্শনে ধ্যানে ও অনুকীর্ত্তনে।
যে ভাবের উদয় হয় সাধারণ জনে ॥
সামীপ্যে সে ভাব কিন্তু স্থায়ী নাহি হয়।
আমা হতে দূরে থাকা তাই উচিত হয় ॥২৮॥

শতধিক্ মোসবারে হরিবিমুখ জনে।
কুলে ধিক্ জন্মে ধিক্ মোদের ধিক্ ব্রতে জ্ঞানে॥২৯॥

বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হন যোগিগণ।
গুরু দ্বিজ হ'য়েও মোরা তাইত এমন ॥৩০॥

নারীদিগের শ্রীকৃষ্ণে কত দৃঢ়া ভক্তি।
মৃত্যুপাশ ছেদিয়া তাহা দেয় শ্রেষ্ঠ গতি ॥৩১॥

নারীদের নাই দ্বিজগণের সংস্কার।
গুরুগৃহে বাস মীমাংসা পবিত্র আচার ॥
শুভ ক্রিয়া তাহাদের কিছুই ত নাই।
তাহাদের ভক্তি আছে আমাদের নাই ॥৩২-৩৩

দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সাধুদের গতি।
গোপমুখে আমাদের করান অবগতি ॥
স্বার্থেতে বিমূঢ় মোরা বিষয়ে প্রমত্ত।
অহঙ্কারবশে মোরা হই ভাগ্যহত ॥৩৪॥

রামকৃষ্ণে দেখিবারে যাজ্ঞিক ইচ্ছা করে।
কংসভয়ে কিন্তু তারা না আসে বাহিরে ॥৩৫॥

প্রভুর কর্ত্তব্য হয় দীনের পালন।
কি কাজ লইয়া ক্ষণভঙ্গুর জীবন॥
জীবরক্ষায় সদাই উদ্যত সাধুগণ।
নিজ প্রাণ দিয়া করেন দীনের রক্ষণ॥৩৬॥

বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ জীব শত্রুতায় রত।
হেন জীবে সাধুরা দয়া করেন সতত॥৩৭॥
শ্রীহরির নিকটে অষ্টসিদ্ধি নাহি চাই।
মুক্তির কামনা নাহি করি তার ঠাঁই॥
দেহীর দুঃখ যত আমার ভোগ হয়।
দুঃখ হ'তে মুক্ত হয়ে জীব সুখে রয়॥৩৯॥

জগৎ মাঝে যাঁরা হন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্।
আর যারা সর্ব্বাপেক্ষা অতি মূঢ় জন॥
উভয়েই এ জগতে সুখ ভোগ করে।
মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণ শুধু ভুগে মরে॥৪০॥

উপস্থিত মৃত্যুকে করিতে নিবারণ।
বুদ্ধিমান্ যথাসাধ্য করিবে যতন॥
যদি তাহে মৃত্যু নাহি হয় নিবারিত।
জীবের নাহিক দোষ শাস্ত্রেতে নির্ণীত॥৪১॥

নিশাকালে মেঘাচ্ছন্ন গ্রহ তারাগণ।
জোনাকি জ্বলিয়া আলো করে বিতরণ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হীনপ্রভ কলিকালে।
পাষণ্ড প্রবল দীপ্তি পায় পাপবলে ॥৪২॥
বারিধারা গিরিগণ সহেন যেমন।
হরি যাঁর হৃদে তিনি কাতর না হন ॥৪৩॥
দুর্গম মলিন পথ পরিপূর্ণ তৃণে।
পথিকের নিয়ত গতায়াত বিহনে ॥
কলির প্রভাবে বেদ অনভ্যাস হইল।
কুতর্কেতে বেদজ্ঞান পাষণ্ড নাশিল ॥৪৪॥
মেঘে ঢাকা চাঁদ যথা না পায় প্রকাশ।
অহঙ্কারাবৃত চিত্তে নাই জ্ঞানের বিকাশ ॥৪৫॥
তুমি পিতা গুরু তুমি জগতের ঈশ্বর।
কালরূপী দুরতিক্রম তুমি দণ্ডধর ॥
নিজেই জগদীশ্বর বলি যারা ভাবে।
তাহাদের গর্ব্ব তুমি দাও দূর করে ॥
লীলা দেহ ধরিয়াছ জীবহিত তরে।
শ্রীচরণে কোটি সাষ্টাঙ্গ করি যোড় করে ॥৪৬॥

সমাপ্ত।